১১তম সংখ্যা

মিলন মেলা

ও প্রদর্শনী-২০২১

পরিচালনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

(একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

Regd. No.-S0186757 of 2011-2012

তেঠিবাড়ী ঃঃ কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

E-mail : bajkulunitedforum@gmail.com

www.bajkulunitedforum.com

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় ৫০ বছরের ধারাবাহিকতা-

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ নং-10 CONT/Dt-01.02.1967● রেজিঃ হেড অফিস ও পোস্ট ঃ কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরাভাষ ঃ ০৩২২০-২৫৫১৮৪/২৫৭০৫৩/২৫৭৯৪৭ ● ই-মেল contaicardbltd@gmail.com ● Web : ccardbltd.co

কাঁথি শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০) ২৫৫১৮৪

এগরা শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)২৮৮২৩৭

হেঁড়িয়া শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০) ২৭

পটাশপুর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০) ২৪২২০৩

রামনগর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০) ২৬৪৩

ভগবানপুর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০) ২৭২৫৬৯

বাজকুল (সান্ধ্য) শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)২৭৪৮

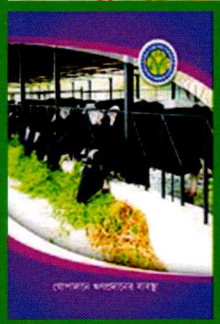

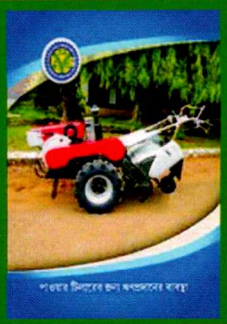

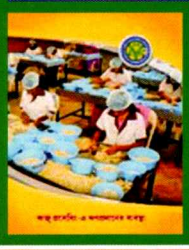

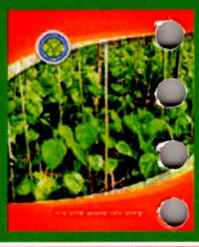

● নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক ● স্বল্প সুদ ● দীর্ঘ মেয়াদী লোন ● স্বল্প সময় বিনিয়োগ
● স্বল্প নথিতে অধিক পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকী লোন

TOLL FREE NO : 1800 123 444777

মারণ ভাইরাস COVID-19 থেকে
বাঁচাতে হলে অমূল্য প্রাণ।
COVID-19 টিকা নিতেই হবে,-
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবশ্যই যান।।

হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ব্যবহারে
অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে,
যতটা সম্ভব ৬ ফুট দুরত্ব -
বজায় রেখে চলতে হবে।।

[Shri Purnendu Kumar Maji]

DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
PURBA MEDINIPUR
UTTAR SONAMUI : TAMLUK
PIN - 721648
PHONE (03228) 262098
FAX (03228) 262300

D.O. No. 161 Dated, the 07 ...

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Bajkul United Forum is going to observe an auspicious "Bajkul Milan Mela O Pradarsani" on and from 12th December to 23rd December 2021 at Bajkul Milani Mahavidyalaya Campus, Bajkul and a colourful souvenir is going to be published on this auspicious occasion.

I convey my best wishes to all the members of Bajkul United Forum and wish all success to the festival.

(Shri Purnendu Kumar Maji)

To
Secretary
Bajkul United Forum
Tethibari, Kismat Bajkul,
Dist. - Purba Medinipur.

Debabrata Das
Sabhadhipati
ba Medinipur Zilla Parishad

দেবব্রত দাস
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

Date 09.11.21

f. No. ....

Message

It gives me pleasure to know that ***"Bajkul United Forum"*** *Bajkul, Purba Medinipur is going to organize* ***"Bajkul Milan Mela – 2021,"*** *on and from 12th December to 23rd December, 2021 at Bajkul College Football Ground, Bajkul, Purba Medinipur. I am also very glad to know that this Mela Committee is going to publish a colorful souvenir to commemorate the auspicious ceremony.*

I wish grand success of all this programmes and congratulate all the members of this Mela Committee.

With best wishes,

To
The President
United Forum, Bajkul
Bajkul, Purba Medinipur

(Debabrata Das)
Sabhadhipati
Purba Medinipur Zilla Parishad

Gatorpatuagar ☆ Uttar Sonamui ☆ Tamralipta ☆ Purba Medinipur ☆ 721648 ☆ West Bengal
সদর পূর্ব মেদিনীপুর ☆ পশ্চিমবঙ্গ
Phone : (03228) - 262627/32/77/78 (Off.) Fax : (03228) - 262673

শোক তর্পণ

স্মৃতির পাতায় রইল যাঁরা

দেশ-বিদেশের যে সকল মহান জ্ঞানী-গুণি মানুষ অমৃতলোকে গমন করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশরক্ষার কাজে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, পথ দূর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশসহ তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণকরি সেই সমস্ত বরণ্যে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা স্বদেশসাধক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রতারকা, খেলোয়াড় অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন।

সর্বোপরি, সকল প্রয়াত মহৎপ্রাণের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম-এর
১১তম বর্ষ মিলন মেলার
সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

বর্তমান বছরে আমরা যাঁদের হারিয়েছি...

দীলিপ ভূঞ্যা

সমির বেরা

তাঁদের বিদেহি আত্মার শান্তি কামনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

ফোন-(০৩২২০) ২৭৪ ৫৭৪

অ্যাপারেল

পুরুষ ও মহিলাদের অত্যাধুনিক
অভিজাত রুচিসম্মত পোষাকের
বিপুল সম্ভার

বাজকুল

তেঠিবাড়ী
রেল গেটের কাছে
হিরো শো-রুমের
দ্বিতলে

সভাপতির কলমে...

আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির আঙ্গিনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর তারই অংশ হিসাবে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি কিছুটা আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সেগুলি উপভোগ ও আস্বাদন করতে ভালোবাসে। মনুষ্য জীবনের আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলার বহু বর্ণময় বৈচিত্র্য। যা মহৎ বা সুন্দর সেই সামাজিক সংস্কৃতিকে তার বিকাশ ও নান্দনিকতায় আমাদের প্রয়োজনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের জনজীবনে আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলা ও উৎসব। এগুলির মধ্যে উদার মানবিক আবেদন এবং লোকায়ত সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ও হিন্দু-মুসলীম, বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীস্টান জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠতে দেখা যায় এই মেলা ও উৎসব।

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম বিগত আট বছর ধরে নানান মানবিক কার্যকলাপের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। পরিবেশ সচেতনতা থেকে, দরিদ্র -নারায়ণের সেবাকার্য থেকে, রক্তদান এর মতো মহৎ কার্য গুলোকে পাথেয় করে সুস্থ -সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ২০২১, এগার তম বর্ষেও বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তথা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এই সুন্দর ঐক্যের বার্তাকে পাথেয় করে সকলের মিলিত প্রয়াসে একটি সুন্দর সুস্থ-সংস্কৃতির ছাপ বহন করে চলুক আমাদের ফোরাম, এই শুভ প্রয়াসে সবারে করি আহ্বান।

অর্দ্ধেন্দু মাইতি
সভাপতি
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

সম্পাদকের কলমে...

বাজকুল ইউনাটেড ফোরাম সরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দীর্ঘ দশম বর্ষ অতিক্রান্ত করে এগার তম বর্ষে পদাপর্ণ করল আমাদের সংস্থা। দীর্ঘ দশ বছর ধরে সংস্থা তার স্বমহিমায় সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের সাথে একাত্ম। বিশেষ করে সুস্থ সংস্কৃতির আঙ্গিনায় মিলন মেলা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, সবুজ প্রকল্পের রূপায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে সর্বোপরি মানুষের জীবনের প্রয়োজনে রক্তদান শিবিরের মতো নানান মানবিক কার্য করে থাকে সারাবছর ব্যাপী। এর ফলে আঞ্চলিক স্তরে ফোরাম যে মিলন মেলা ও উৎসব আয়োজন করে থাকে তা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পরিশীলিত করে। কারণ 'মেলা' মানেই মিলন। সর্বধর্মের মানুষের মিলন, চিন্তা-চেতনার মিলন, পরিশীলিত রুচি সংস্কৃতির মিলন, লোকসংস্কৃতির মিলন, লোকশিল্পের মিলন।

গতানুগতিকতার জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যতম পরিবেশ হল মেলা ও উৎসব। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে মিলন মেলা। তাই বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে আঞ্চলিকস্তরে তার মানবিক কার্যগুলো সম্পাদন করে চলেছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায়। সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যা সহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এই মিলন মেলা ও সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই প্রত্যাশা রাখি।।

রবীন চন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...

মেলার মধ্যে মিলনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি সর্বদাই পরিলক্ষিত। মানুষ নিজেকে দেখতে পায় মিলন-প্রাঙ্গণে এসে। উপলব্ধি করে এক শাশ্বত সত্যকে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম-বাংলার উদার, নিসর্গ পটভূমিকায় যে মিলন মেলা- এতে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই নয়, এ হলো অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন।

শিশির শয্যায় যে হেমন্তের বিদায়, তারই কোমল অঙ্গে হিমেল বাতাসের একরাশ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভরাশীতের অভ্যুদয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের নিরলস উদ্যোগে আয়োজিত -'মিলন মেলা' হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নবমবর্ষে পদার্পন করেছে। চিত্তাকর্ষী সাংস্কৃতিক আবহ ও মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান রূপে -রঙে-রসে ও বৈভবে উত্তরোত্তর মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকায় যাঁরা তাদের কালি-কলম-মন-এর সংযোগ ঘটিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন ও আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম চিরকৃতজ্ঞ। সর্বোপরি, পত্রিকাটি বর্ণ সংস্থাপন ও দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে মোনালিসা ডি.টি.পি. সেন্টার-এর কর্ণধার সুখেন্দু মাইতিকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও শুভাগমনে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মেলা প্রাঙ্গণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক-এই প্রত্যাশা করি।

স্বরাজ কুমার করণ
পত্রিকা সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

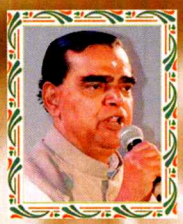
অর্দ্ধেন্দু মাইতি(বিধায়ক)
সভাপতি

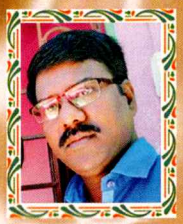
শংকর কুমার প্রধান
সহ-সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

শম্ভুবরণ হুতাইত
সহ-সম্পাদক

চন্দন নাজির
কোষাধ্যক্ষ

অরুণ কুমার দাস

বিজন সামন্ত

সুমিত বেরা

শক্তিপদ দাস

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

মানস কুমার বেরা

স্বরাজ করণ

সুবিনয় মাইতি

নির্মলেন্দু দাস

চন্দন কর

ডঃ নিথররঞ্জন মধু

নাড়ুগোপাল মান্না

ডঃ পীযুষকান্তি দন্ডপাট

বাবলু মণ্ডল

শান্তনু কর

রাজকমল দাস

অচিন্ত্য শাসমল

গণেশ দাস

শুকদেব শীট

ডাঃ পিকাশপ্রীতম মাইতি

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

স্বর্ণকমল দাস

রবি নাজির

সুখেন্দু মাইতি

দেবকমল দাস

তপন দাস

কল্যাণ মাইতি

ননীগোপাল মাঝি

ডঃ দীপাঞ্জন রায়

মোহন খালুয়া

শৈবাল সাহু

সঞ্জয় গিরি

অরুণ গিরি

ডঃ আশীষ দে

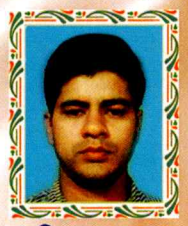
দিবাকর দাস

দীপেশ দাস

কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা

সৌমেন গিরি

সন্দীপ প্রধান

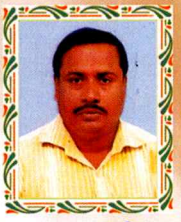
তরুণ কুইতি

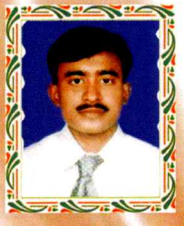
তন্ময় দাস

সঞ্জীব বাড়ুই

গোবিন্দ সামন্ত

অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ কর

মানস কবি

দেবাশীষ দাস

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

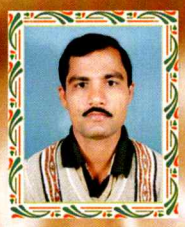
স্বর্ণকমল দাস

রবি নাজির

সুখেন্দু মাইতি

দেবকমল দাস

তপন দাস

কল্যাণ মাইতি

ননীগোপাল মাঝি

ডঃ দীপাঞ্জন রায়

মোহন খালুয়া

শৈবাল সাহু

সঞ্জয় গিরি

অরুণ গিরি

ডঃ আশীষ দে

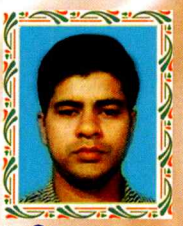
দিবাকর দাস

দীপেশ দাস

কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা

সৌমেন গিরি

সন্দীপ প্রধান

তরুণ কুইতি

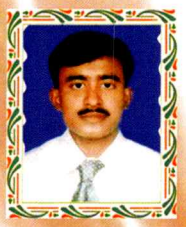
তন্ময় দাস

সঞ্জীব বাড়ুই

গোবিন্দ সামন্ত

অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ কর

মানস কবি

দেবাশীষ দাস

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

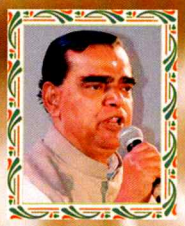

অর্দ্ধেন্দু মাইতি(বিধায়ক)
সভাপতি

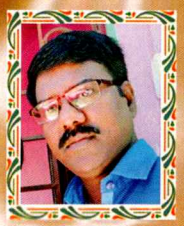

শংকর কুমার প্রধান
সহ-সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

শঙ্খবরণ হুতাইত
সহ-সম্পাদক

চন্দন নাজির
কোষাধ্যক্ষ

অরুণ কুমার দাস

বিজন সামন্ত

সুমিত বেরা

শক্তিপদ দাস

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

মানস কুমার বেরা

স্বরাজ করণ

সুবিনয় মাইতি

নির্মলেন্দু দাস

চন্দন কর

ডঃ নিথররঞ্জন মধু

নাড়ুগোপাল মান্না

ডঃ পীযুষকান্তি দন্ডপাট

বাবলু মণ্ডল

শান্তনু কর

রাজকমল দাস

অচিন্ত্য শাসমল

গণেশ দাস

শুকদেব শীট

ডাঃ পিকাশপ্রীতম মাইতি

মা

চল একসাথে

মানসী জানা

- প্রধান শিক্ষিকা, তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

কি ভেবেছ —
আকাশ ভেদ করে স্বর্গে ও দেবে পাড়ি?
নন্দনকাননের পারিজাত তুলে -
দেবে প্রেয়সীর হাতে।
চেয়ে দেখো আজ, দেব-দেবী সব মিলেছে যে একসাথে।
পাতালে নেমে নাগলোকেও করবে আধিপত্য -
পুরাণ কথা, বাসুকীনাগ -এ সবই ছিল অতি সত্য।
ভূ-গর্ভের যত আকরিক তা সবই নিচ্ছ তুলে।
কিছু নিতে গেলে, কিছু দিতে হয় —
তা ও যাচ্ছ ভুলে।।
অতি জাগতিক শক্তি নিয়ে করছ যে তুমি খেলা।
কালসাগরের স্রোতে ভেসে যায়
জীবন নদের ভেলা।।
অল্পেতে খুশি নও - তুমি দামোদর শেঠ।
জগৎ তোমার ভেবে, ভরেছ নিজের পেট।।
সীমার মাঝারে অসীমের সন্ধান যদি চাও
মরণ কামড় দিয়েছে প্রকৃতি ঠেলা তুমি সামলাও।।
শূন্য হাতে এসেছে তুমি যাবে ও শূন্য হাতে
মর্ত্যলোকের এই ক'টা দিন চল নাগো একসাথে।।

মা

করোনাতঙ্ক

দেবব্রত রাউল

– শিক্ষক, মেডাল সতীশচন্দ্র পাবলিক ইনস্টিটিউট

মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের দর্প কি আজ চূর্ণ?
মানব সভ্যতার অবলুপ্তির দিনটি কি
আর বেশি বাকি নেই?
বিশ্বের সব উন্নত দেশগুলো
আজ নতজানু —
লক্ষ লক্ষ মৃত্যু-মিছিল এর কাছে!
করোনার মারণব্যাধি ভাইরাস,
মহামারী আকার নিয়ে -
সমগ্র পৃথিবীতে আজ
শ্মশানে পরিণত করছে।
কান পাতলে শুনতে পাই
বিশ্বজুড়ে হাহাকার
আর কান্নার রোল!
স্বজন হারানোর চরম যন্ত্রণা।
ধরিত্রী আজ অশ্রুসিক্ত।
প্রিয়জনের অকাল প্রয়াণে
শোক বিরহ প্রকাশের ও
হয়তো বা কেউ থাকবে না।
আমাদের ভারত মাতা
আর কতদিনই বা তার সন্তানদের
কোলে আগলে রাখবে?
যখন করোনা দৈত্য তার ভয়াল
অদৃশ্য বাহু প্রসারিত করে -
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে?
করোনার আতঙ্ক, মৃত্যু ভয়
আমাদের যেন কুরে কুরে খাচ্ছে দিবারাত্র।
গৃহবন্দি হয়ে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠছি,
আবার জেগে জেগে -
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে?
ঘুম থেকে উঠে ভাবি আজ কি বার?
তারিখটাই বা কত?
মান-দিন-সময়,
সব কিছুই গুলিয়ে দিচ্ছে -
এক অজানা ভাইরাস!
আমরা আজ নিশ্চল, কর্মহীন ও ঘরবন্দি।
আমাদের অজন্তেই মনের আকাশে
বিষাদের মেঘ জমছে ধীরে ধীরে।
মানসিক অস্থিরতার মধ্যে পায়চারি
করতে করতে -
হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ চলে যায়।
দেখতে পাই পশু পাখি গুলি
কি সুন্দর বিচরণ করছে -
খোলা আকাশের তলায়,
সবুজ গালিচায় -
ধুলো-ধাঁয়া হীন
কলরব হীন নির্জন রাস্তায়।
তখন মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে
আর ভাবি -
আমিও যদি তাদের মত মুক্ত হতাম!

নাবিক

ড. দিলীপ কুমার মাহালী
শিক্ষক, কাজলাগড় এম. এস. বি. সি. এম. হাইস্কুল

প্রথম মৃত্যুর পঙ্গুত্ব হৃদয়ে
তবুও তো নৌকা থেমে নেই,
তার লক্ষ্য যে দ্বিতীয় মৃত্যুর
নিশ্চিহ্নের দিকে....
নির্ধারিত নিয়তে সে পথ চলা
উদার আকাশ অনন্ত প্রবাহে
হাওয়া বুঝে তাই পাল তোলা।

আমি দক্ষ নাবিক
লগির ঘায়ে ঢেউয়ের ফণা ভাঙি
আপন কর্তব্যে নিশিদিন জাগি,
আমার দায়িত্ব যে অনেক -
খেয়া পৌঁছে দিতে হবে ঘাটে,
কত কচি ঝুনো মুখের নির্ভরতা
কত অনুপম বিশ্বাস কত স্বপ্ন
কত বিচিত্র বাসনার নিশ্চয়তা
আমার এই ঘামেভেজা
কর্তব্য-কঠিন প্রত্যয়ী দাঁড়ের উপর

আমাদের যে বিশ্বাস হারাতে নেই
কর্তব্যের গাফিলতি করতে নেই
আত্মভাবনায় চাঁদ পাখি দেখতে নেই,
সকলের জড়ো করা স্বপ্নগুলো
আগলে রেখে এগিয়ে যেতে হয় -
যদিও জানি,
বৃষ্টির ভ্রুকুটি বজ্রের ঝংকার
অপরাজেয় আস্ফালন দুরন্ত ঝটিকার
নদীগর্ভে জেগে ওঠা চড়া ঢিবি
প্রতিটি বাঁকের গোপন অভিসন্ধি
হিংসায় উন্মত্ততায় জিঘাংসায় পূর্ণ,
তবুও তো খেয়া দিতে হয়
খেয়া দিতে হবে -
তপ্ত-রৌদ্র আর স্নিগ্ধ-জোছনা
গায়ে মেখে, সূর্য আর চন্দ্রকে
একান্ত সাক্ষী রেখে,

জ্ঞানযোগ

বিশ্বজিৎ মাইতি
অধ্যাপক, নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজ

এক এক্কে এক —
দুই দু-গুণে চার:
সরদার পোড়া ঘোষণা করে —
অন্যেরা তারই অনুকরণে চেঁচায়,
কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ও আনুগত্য ফুটিয়ে তোলে।

জ্ঞানচর্চার এই সনাতন রীতি
বঙ্গভূমে আজও সর্বজন স্বীকৃত।

পলাশ আর মহুয়া

অঞ্জলি সামন্ত দাস
প্রধান শিক্ষিকা, কাখুরিয়াবাড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রম স্কুল

পলাশ আর মহুয়া।
ওদের দেখা হোলো ...
ফাগুণের কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে।
হুড়মুড় করে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল —
জনাকীর্ণ রাস্তার লাল মাটিতে।
চারিদিকে সবুজের আলাপন,
অল্প বিস্তর দক্ষিণা হাওয়া।
কিন্তু ওদের মনে নেই কোনো উচ্ছাস,
কিছু সময় মুখোমুখি নির্বাক চাহনি।
তারপর? তার পর এলো মেলো হুটো পুটি,
এক সময় কোথায় যেন হারিয়ে যায়।
পলাশ অপেক্ষা করে আবার একটা
ভরা বসন্তের জন্য।
মহুয়া ও আকাশের কোলে পিঠ রেখে
হাওয়ার কাছে ভাসিয়ে দেয় তার আকাঙ্ক্ষা।
ভরা শ্রাবণের জল ভরা চোখ নিয়ে
তাকিয়ে থাকে বসন্তের কোনো এক পড়ন্ত
মায়াবী বিকেলের আশায়।
আবার আসে বসন্ত ...
আবার ওরা দাঁড়ায় .....
আবার আগের মত হারিয়েও যায়।
ভাবনা হোলো প্রকৃতির যে টানা পোড়ন
তাতে করে "বসন্ত তুমি আসবে তো?"
তা না হলে ওরা যে কেঁদে কেটে একসা হবে।
আসলে পলাশ আর মহুয়া
ওরা আর কেউ নয় —
পাশা-পাশি দুটি বনজ বৃক্ষ।।

বাংলাকে আমি চিনি

শেখর পাল

বাংলা আমার জন্ম ভিটা বাংলা আমার কথা
বাংলা ঘরে কঞ্চি মাটির ছিটা বেড়ায় থাকা
বাংলায় গরু ঘরে ঘরে দুধে ঘিয়ে ভালোবাসা
বাংলা ভাষা বড্ড নরম জগৎ জুরে মিটায় পিপাসা
বাংলা ভাষায় নেই ক্ষুর ধার বোমা বৈষম্য বিভেদ
বাংলা আমার বাংলা ভাইয়ের স্মৃতি সৌধ সভা
বাংলা আমার সকল জনের সেবায় সৌদামিনি
বাংলার জল বাংলার ফল অভূক্তের চা পানি।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

বিভীষণপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

মিশন নির্মল বাংলা গঠনে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত। 'বাংলা আবাস' যোজনা প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সফল করতে আমাদের অভিযান চলছে। আমাদের উদ্যোগ-পঞ্চায়েত এলাকাবাসীর মধ্যে স্বচ্ছ, সংবেদনশীল, সু-শাসন, প্রশাসন এবং আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়া। গ্রাম উন্নয়ন মূলক সকল সরকারী প্রকল্পগুলিকে গুরুত্ব সহকারে রূপায়ন ও বাস্তবায়ন। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নততর গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে আমরা সচেষ্ট। গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশী বেশী কংক্রীট রাস্তা নির্মাণে জোর দেওয়া এবং গ্রামীণ রাস্তাগুলিকে সারা বছর ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের স্বার্থ ও সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্য সম্মত সুলভ শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। স্ব-সহায়ক দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও শক্তিশালী করা ও তাদের আর্থিক উন্নতিসাধন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, রুপশ্রী, সবুজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী ও মানবিক সহায়তা প্রকল্পে সঠিক মূল্যায়ন ও সুবিধা প্রদান। প্রতিটি পরিবারে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সুনিশ্চিত করা।

নন্দিনী বর্মণ	অভিষেক পাত্র	শ্রী অরূপ সুন্দর পণ্ডা
উপ-প্রধান,	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান,*
বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি

জনকা ঃঃ খেজুরী ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলার শরিক হয়ে আমরা খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের লক্ষ্য

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়নে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ও ভূমিহীনদের নিজ গৃহ নিজ বাস প্রকল্পের সফল রূপায়ন।
- কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ণ ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ন করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের প্রকল্প 'যুবশ্রী' কে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশি-স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের সুস্থ পরিষেবা প্রদান করা।
- রূপশ্রী প্রকল্পের ব্যবস্থাপন করা।
- ডিজিট্যাল রেশন কার্ড প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষায় সহায়তা করা।
- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষিতে উৎসাহ প্রদান করা এবং বীমা যোজনার আওতায় আনা।

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাসহ

ত্রিভূবন নাথ	সুতৃষ্ণা প্রামাণিক	অসীম মণ্ডল
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক	*সহকারী সভাপতি*	*সভাপতি*
খেজুরী-২ ব্লক	খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি	

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

একটি শাড়ির আত্মকথা

মৈনাক দে

অধ্যাপক, মহিষাদল গার্লস কলেজ ও হরিপাল কলেজ

"একদা কোন পুণ্যের ফলে" - আমি শাড়ি হইয়া জন্ম লইয়াছিলাম। যেদিন তাঁতঘরে তাঁতের খটাখট শব্দে টানা - পোড়েন সুতার সুনিপুন বিন্যাসে আমার অবয়ব নির্মাণ হইতেছিল, দক্ষ শিল্পীর কত স্বপ্নের মায়াময় হস্ত চালনায় আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতেছিল সেইদিন তখনো অনুমান করিতে পারি নাই আমার মোহময় রূপ, চিকন ঐশ্বর্য্য আমাকে কোন উচ্চতায় তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে।

অবশেষে শিশু কন্যার মতো ভূমিষ্ঠ হইলাম তাঁতীর ঘরে - অভাবের সংসারে তিনি আমাকে মহাজনের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলেন। আমার জন্মস্থানকে এখন আর আমার ভালো করিয়া মনেও পড়ে না, কয়েক ঘন্টা কেবল সেখানে অবস্থান করিয়া ছিলাম মাত্র। মহাজন ধূর্ত নজরে আমার গড়ন, রূপ লাবণ্য দেখিয়া লইয়া বাঁকা হাসি হাসিলেন - বুঝিলাম আমাকে তাহার মনে ধরিয়াছে। তাহারপর একদিন চক্ষু মেলিয়া দেখি কোনো এক বড় দোকান ঘরের আলমারিতে আমাকে সযত্নে দোকানমালিক রাখিয়া দিয়াছেন। হাত বদল হইতে হইতে শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করিয়া গেলাম।

একদিন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইলো। এক পরমা সুন্দরী তন্বী আমাকে পছন্দ করিয়া লইয়া গেল তাহার বাড়ি। আনন্দে আমার সমস্ত শরীরে হিল্লোল খেলিয়া গেল। আমার যৌবন দিয়া আমি তাহার সুললিত শরীরকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া তাহার বিগলিত যৌবন মূরুতকে শোভনীয়, মোহময়ী করিয়া তুলিলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। আমার জন্ম স্বার্থক হইয়াছে। কত নারী ওই ললনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইভার পূর্বে আমাকে প্রশংসায় ভরাইয়া দেয়, আমি যে কত জনার ঈর্ষার কারণ হইয়াছি তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাকে জড়াইয়া লইয়া যেদিন তন্বী তাহার প্রিয়তমর সহিত দেখা করিতে যাইতো - আমিও সেদিন সমস্ত ঘটনার সাক্ষী থাকিতাম। নরম ঘাসে আলতো করিয়া আধো শোয়া হইয়া যখন তাহার গল্প করিত আমিও যেন স্বপ্নের দেশে ভাসিয়া যাইতাম। কয়েক দিনের পরমায়ু লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াও যে এত সুখ অর্জন করা যায় তাহা আমার কল্পনার ও অতীত ছিল। ক্রমে ক্রমে আমি হইয়া উঠিলাম তাহার নয়ণের মণি। কত যে অনুষ্ঠানে আমি তাহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

অজন্তেই কবে মানব শরীরের মতোই আমারও শরীরে বয়সের করাল থাবা নামিয়া আসিল। শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল লাবণ্য ম্লান হইয়া আসিল। এখন আমি আর তাহার প্রিয় নই। আমাকে যেন চোখেই পরে না। বাড়ির কাজের মেয়েটির হাতে একদিন আমাকে সমর্পণ করিয়া দিল। মেয়েটির চোখের কোণে সেদিন আমি খুশির ঝিলিক দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি আর খুশি হইতে পারি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম দূর হইতে কেহ যেন ঘন্টাধ্বনিতে আমাকে ডাক দিয়াছে, আমার শেষের সেদিন বুঝি সমাগত।

তাহার দেহ ঢাকিয়া, যৌবন রক্ষা করিয়া আমি আজ আর আনন্দ পাইতেছি না, আমি তো বৃদ্ধ হইয়াছি, এতো ধকল আমার সাহেব কেমন করিয়া। তাহার অতি ব্যবহারে আমি আর পারিয়া উঠিলাম না। শরীর জুড়িয়া একরাশ ক্লান্তি নামিয়া আসিল, চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল, মনের মাঝে জন্ম সময়ের সেই শুভ মুহূর্তগুলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। যে রূপ-লাবণ্যের বড়াই করিয়া যে সকল নারীকূলের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিলাম - এই অন্তিম মুহূর্তে তাহার আমাকে চিনিতেই পারিল না। হায় রে নিয়তি! ঈশ্বরকে মনে মনে বলিলাম - যন্ত্রনা দিয়া তিলে তিলে না মারিয়া আমাকে স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার দাও। এ যন্ত্রনা অসহনীয়, এ যে উপেক্ষার যন্ত্রনা।।

"তুমি মানুষ হিসেবে
কেমন তা অন্যজনের কাছে
প্রকাশ করতে যেওনা,
শুধু তোমার ভিতর সততার বীজ
রোপণ করে যাও সময়ে সব
প্রকাশ হয়ে যাবে।"
—এ.পি.জে. আবদুল কালাম

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ—

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

জনগণের প্রতি আবেদন

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ ও ভূমি কর নির্দিষ্ট সময়ে জমা করুণ।

২। ট্রেড লাইসেন্স প্রতি বছর পুনর্ণবীকরণ করুণ।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু জন্মগ্রহণ করলে বা কেউ মৃত্যুবরণ করলে ২১ দিনের মধ্যে সাব সেন্টারে নাম লেখান ও সঠিক তথ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহ করুণ।

৪। গর্ভবতী মা ও শিশুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত টীকাকরণ করান।

৫। বাড়িতে নয় সরকারী বা বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করান।

৬। প্রতিটি ষান্মাসিক ও বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থেকে আপনার মতামত প্রদান করুন ও আপনার এলাকায় উন্নয়নে সহায্য করুন।

৭। ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত, তাই আপনার এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে শৌচমুক্ত রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৮। আপনার এলাকায় প্রতিটি রাস্তা নলকূপ সহ সকল সম্পদ, আপনার সম্পদ, একে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৯। গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে তৈরি সকল সাবমার্সিবল পাম্পের কমিটি গঠন করুন ও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করুন। বিদ্যুৎ চুরি করা আইনগতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।

১০। ১০০ দিনের কাজের যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের জবকার্ডের সঙ্গে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বাধ্যতামূলক।

১১। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে স্বচ্ছতার সহিত ত্বরান্বিত করুন।

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গীকার

১। প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান। ২। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগারের অঙ্গীকার।

৩। প্রতিটি রাস্তা ঢালাই -এর অঙ্গীকার। ৪। PMAY নথীভুক্ত পরিবারকে গৃহ প্রদান।

৫। প্রতিটি মানুষকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে সুষ্ঠ পরিষেবা ও তথ্য প্রদান। ৬। মানুষকে ন্যায় প্রদান।

৭। প্রতিটি মানুষকে সংসদমুখী করে তোলা।

এই পঞ্চায়েত আপনার।
আপনার চিন্তা ভাবনায়
আপনার মানব সম্পদের সাহায্যে
সমৃদ্ধ হোক এই পঞ্চায়েত।
এই পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন
আপনিই করবেন।
।। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র সাহায্য করবে ।।

উমা ভূঞ্যা	অশেষ পড়িয়া	সেক রেজাক
উপ-প্রধান	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান*
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পোস্ট-কামারদা বাজার, থানা-খেজুরী, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর
ফোন নং- ০৩২২০-২৮০০৩১

আমাদের লক্ষ্য ঃ

- কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
- কৃষি ও সেচব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত করণ।
- শিল্পকে প্রধান্য দেওয়া।
- পঞ্চায়েত-এর সুফল যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছায় তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- নির্মল গ্রাম হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের মর্যাদাকে রক্ষা করা।
- বনসৃজন, মোরামীকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, ঢালাই, রাস্তা, বৈদ্যুতিকরনের সুনিশ্চিত করণ।
- এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রচলিত অসুখগুলি প্রতিরোধ করা ও টীকাকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং মা ও শিশুর পুষ্টি সহ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি উন্নয়নের উদ্যোগ।
- স্থানীয় হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ICDS, SSK, MSK সহ বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।
- প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে সেল্ফহেল্প গ্রুপ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিটি শিশুর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চিকাকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।
- প্রতি জবকার্ড হোল্ডারদের কমপক্ষে বছরে ৯০ দিন কাজ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা।
- এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত পেপারলেস গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত হিসেব ও কাজকর্ম জি.পি.এম.এস -এর মাধ্যমে করা হয়। এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ (ISGP) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।
- মহিমাময়ী জননেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঘোষিত কন্যাশ্রী, যুবশ্রীসহ সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- বিনা পয়সায় চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির।

আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সফল হবই।

অভিনন্দনসহ

বিশ্বনাথ মালিক	রাজশ্রী গিরি
উপ-প্রধান	প্রধান

ভাইসরয় হাউস থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন

যদুপতি মান্না

বিভিন্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং দেশের প্রথম নাগরিকের বাসভবনকে নিয়ে এক গুচ্ছ জানা অজানা কাহিনী। কি ভাবে গড়ে উঠল দিল্লীর বুকে এই অসাধারণ স্থাপত্য, কেই বা নির্মাণ করলেন এই স্থাপত্য।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার। রাজ্যাভিষেক হয়েছিল পঞ্চম জর্জের হিম শাতল এই শহরের বুকে। সেদিন আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতার কাছ থেকে রাজধানীর মুকুট কেড়ে তা তুলে দেওয়া হয়েছিল দিল্লীর মাথায়। তখন কলকাতার পরিচয় ছিল বাণিজ্য নগরী। আর দিল্লী ছিল দেশের গৌরব।

নতুন রাজধানী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া রাজভবন তৈরীর সূচনা শুরু হয়, না হলে ভাইসরয় থাকবেন কোথায়? কিন্তু মুশকিল হল জায়গা নিয়ে।

প্রাসাদ তৈরীর জায়গা হিসাবে প্রথম পছন্দ ছিল দিল্লীর কিংস ওয়ে ক্যাম্প। অগোছালো শহরকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে দায়িত্ব ভুলে দেওয়া হল, ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডুইন লুটিয়েন্সের উপর। তৈরী হল নগর পরিকল্পনা কমিটি। দায়িত্ব নিয়ে লুটিয়েন্স জানিয়ে দেন উত্তর দিকটা নিচু। প্রতিবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে প্রাসাদ। দক্ষিণ দিকে রাইসিনা হিলস্ দেখে মনে ধরে স্থপতির, উচ্চতা বেশী। যমুনার জলে বন্যায় কোন কারণ নেই। ভাইসরয়ের থাকার আদর্শ জায়গা।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। যার আমলে এই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। প্রাসাদ তৈরী করতে ১৭ বছর সময় লেগেছিল। এতদিন সময় লাগার কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

সে সময় দিল্লীর অধিকাংশ জমি জায়গার মালিক ছিলেন জয়পুরের মহারাজা। আজ রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে যে জয়পুর কলাম রয়েছে তা নতুন রাজধানীকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন জয়পুরের মহারাজা মাধো সিং।

লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালের ৬ই এপ্রিল তিনিই প্রথম ভাইসরয় হিসেবে এই প্রাসাদে পা রাখেন। মূল প্রাসাদটির নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন হারুণ আল রশিদ। সামনের উদ্যান সাজানোর দায়িত্বে ছিলেন সুজন সিং এবং শোভা সিং।

ভাইসরয় হাউস তৈরী করতে ৭০ কোটি ইট এবং ৩০ কোটি কিউবিক ফিট পাথর লেগেছিল। দেড় দশকেরও বেশী সময় লেগেছিল এটি তৈরী করতে। ২৩ হাজার শ্রমিক লেগেছিল সে সময় এই প্রাসাদ গড়তে। ব্রিটিশ সরকারের লেগেছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

রাষ্ট্রপতি ভবনের চারটি তলায় মোট ৩৪০টি ঘর রয়েছে। ভবনের ব্যাঙ্কোয়েট হলে এক সঙ্গে 1000 অতিথি বসার ব্যবস্থা আছে।

লর্ড হ্যার্ডিঞ্জের আমলে ভাইসরয় হাউস তৈরী হয়েছিল। প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই

ভবনে আসার পর নাম বদলে 'রাষ্ট্রপতি ভবন' হয়। বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

চারজন রাষ্ট্রপতি যারা ভারত রত্ন পেয়েছিলেন। —

১। এস. রাধাকৃষ্ণন।

২। রাজেন্দ্র প্রসাদ।

৩। জাকির হোসেন।

৪। এ. পি. জে. আব্দুল কালাম।

—০—

তথ্যসূত্র ঃ সংবাদপত্র 'এই সময়' ও 'আজকাল'

"হৃদয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব জাগে, তখন তুমি হৃদয়কেই গ্রহণ কর। কারন বুদ্ধিমান মানুষের চেয়ে হৃদয়বান মানুষ অনেক শ্রেয়। বুদ্ধিমান বুদ্ধি দিয়ে ভালোও করতে পারে, খারাপও করতে পারে। কিন্তু হৃদয়বান কেবল ভালোই করবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর স্বপ্নকে সফল করতে, খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত প্রত্যেকটি ঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে, সকল মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কল্যাণার্থে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সকল প্রকার প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে আমরা নিরলস ব্রতী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরপেক্ষতা আমাদের বীজমন্ত্র।

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ও ভূমিহীনদের "নিজগৃহে নিজবাস" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ।
- কৃষিজীবি মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ন ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের জন্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের 'যুবশ্রী' প্রকল্পকে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান করা।
- অতি বর্ষণে চাষাবাদের ক্ষয়ক্ষতি দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি।
- ভূমিহীন কে ভূমিদান ও গৃহহীনকে গৃহদান নিশ্চিত করণ এবং সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "সবুজ সাথী" পরিকল্পনা রূপায়ন।

প্রার্থ হাজরা	শ্রাবণী মাইতি	শংকর বাগ
নির্বাহী আধিকারিক	*সভাপতি*	*সহ-সভাপতি*

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি ও সকল সদস্য/ সদস্যাবৃন্দ

GARHBARI-II GRAM PANCHAYAT

[Bhagwanpur -II Panchayat Samity]
P.O. - Garhbari, P.S. - Bhupatinagar
Dist- Purba Medinipur, PIN - 721626
E-mail : garbariigp@gmail.com
Website : garbari-2.in
Ph : (033220) 202822

মিলন মেলা ও প্রদর্শণী সার্বিক সাফল্য কামনা করি

"শান্তি প্রগতি, ন্যায় বিচার, সংহতি, সমদর্শিতার
নিরিখে জনগণের সার্বিক উন্নয়নই
এই গ্রাম পঞ্চায়েতের
আদর্শ"

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মিশন নির্মল বাংলা' লক্ষ্যে আমরা ODF (উন্মুক্ত শৌচবিহীন) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছি। সার্বিক জনস্বাস্থ্য বিধান-এর লক্ষ্যে সমস্ত কর্মসূচী মেনে চলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অঞ্জনা মণ্ডল
প্রধান

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা মণ্ডল
উপ-প্রধান

প্রবাসী সূচী ও ইতিহাস প্রবাহ

সংকলক - অধ্যাপক গোবিন্দ প্রসাদ কর -এর বই থেকে সংগ্রীহিত

।।১।।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতা কথাটি দু'রকম অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন দেশ অন্য কোন দেশের লোকেদের দ্বারা শাসিত না হয় তাহা হইলে তাহাকে স্বাধীন দেশ বলা হয়। যেমন আফগানিস্তান আবিসিনিয়া ও নেপাল স্বাধীন দেশ। কারণ এই সব দেশের রাজারা উহাদের বাসিন্দা। গত মহাযুদ্ধের পূর্বেও যখন রুশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল তখনও উহা ঔ অর্থে স্বাধীন ছিল;কেন রুশিয়ার সম্রাট রুশিয়ারই অধিবাসী ছিলেন। এই অর্থে গত শতাব্দীতে জাপানের সম্রাট কর্তৃক তথায় প্রজাতন্ত্র শাসন প্রাণীল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেও জাপান স্বাধীন ছিল;কারণ উহা কোন বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত হইথ না। স্বাধীনতার এই অর্থকে আমরা পরে প্রথম অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব।

স্বাধীনতার আর একটি অর্থ আছে তাহা উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহাকে আমরা দিতীয় অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব। যে দেশের লোকেরা নিজে বা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের আইন প্রণয়ন বা রদ করে ট্যাকস বসায় বা উঠায় কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করে দেশের আয় ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি করে তাহারা এই উৎকৃ,টতর অর্থে স্বাধীন। রাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র উভয় প্রকার শাসন প্রণালীতেই এই প্রকার স্বাধীনতা থাকিতে পারে। ফ্রান্সে ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডে রাজা আছে। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে এ তিনটি দেশই সমান স্বাধীন।

যেসব দেশ এই উৎকৃষ্ট অর্থে স্বাধীন, তাহাদের অধিবাসীদেরও স্বাধীনতা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ শ্রমজীবিদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না, তাহারা বাস্তবিক পরাধীন ছিল এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিত না। এখন কিছুদিন হইতে তাহারা ঐ অধিকার পাইয়াছে, যদিও এখনও গভর্ণমেন্টের অধিকাংশ সভ্য শ্রমজীবিদের প্রতিনিধি নহে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এবং আরও অনেক স্বাধীন দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না। অল্পকাল হইল তাহারা এই অধিকার পাইয়াছেন। বস্তুত এতদিন তাহারা পরাধীন ছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন দেশ এক অর্থে স্বাধীন হইলেও দেশের সকল লোক কিংবা অধিকাংশ বা কিয়দংশ লোক অন্য অর্থে পরাধীন থাকিতে পারে। কিন্তু কোন দেশ যদি তদ্দেশজাত বা তদ্দেশবাসী রাজার দ্বারা শাসিত হয় অর্থাৎ প্রথম অর্থে স্বাধীন হয় তাহা হইলে সেই দেশের লোকেরা সাধারণতঃ যত সহজে ও যত অল্পকালে দ্বিতীয় উৎকৃষ্টতর অর্থে স্বাধীন হইতে পারে, ও দ্বিতীয় অর্থে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। (প্রবাসী মাঘ ১৩২৮ পৃ. ৫৭২)

ভারতের জন্য ভারতের দ্বারা ভারতে ভারত শাসন

পার্লামেন্টারী সহকারী ভারত সচিব ডেভনশায়ারের ডিকট লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়াছেন,

"ভারতের জন্য ভারতের দ্বারা ভারতে ভারত শাসন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত।" এই সঙ্গে তিনি যদি ভারত কথাটার মানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন তাহা হইলে তাহার এবং যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা অনুসারে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়টা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত।

ডিউক পুঙ্গব আমেরিকার অমরকান্তি রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্করেন যে প্রসিদ্ধ বাণী নকল করিয়াছেন তাহা "Government of the people, for the people, by the people" "জনগণের দ্বারা জনগণের হিতকল্পে জনগণের গভর্ণমেন্ট।"

ইংলণ্ডেশ্বরকে কোনও উপলক্ষে অভিনন্দন আনুগত্য ইত্যাদি জানাইবার নিমিত্ত বড়লাট সমগ্র ভারতবর্ষ ও তাহারা লোক সমষ্টির স্বয়ং মনোনীত মুখপাত্র রূপে অনেক সময় টেলিগ্রাফে বা অন্য উপায়ে নিজের বক্তব্য ভারতবর্ষেরই কথা বলিয়া পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুরের প্রস্তাব অনুসারে যদি এক বড়লাট ভারত শাসন করেন, তাহাকেও বৃটিশ জাতি 'ভারতের দ্বারা ভারত শাসন' মনে করিতে পারেন। বৃটিশ ভারতের ও 'দেশী' ভারতের তাঁহার মনোনীত কতকগুলি লোককে ধামাধরা পরিষদ রূপ লইয়া তিনি যদি দেশ শাসন করেন তাহা হইলে তাহাও 'ভারতের দ্বারা' ভারত শাসন বলিয়া ইংরেজরা ভারতের বাহিরে চালাইয়া দিতে পারে। ভারতবর্ষের যেসব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বা শ্রেণির লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মন জোগাইয়া চলে, প্রধানত যদি তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত লোকদিগকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে শাসন কার্য চালান তাহাকেও 'ভারতবর্ষের দ্বারা' ভারত শাসন বলা চলিতে পারে। 'ভারতের জন্য' ভারত শাসন যে বরাবরই ইংরেজরা করিয়া আসিতেছে তাহাও স্বতঃসিদ্ধ। বৃটিশজাত বরাবরই এই দাবি করিয়া আসিতেছেন তাহারা একমাত্র ভারতবর্ষের কল্যাণের নিমিত্তই এই আফশোসের দেশে (Land of Regreats) হা হুতাশের সগিত খাটিয়া মরেন, যদিও একবার বলডুইনের মন্তিসভার স্বরাষ্ট্র সচিব মুখফোঁড় সর উইলিযাম জয়সন হিকম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। —

We did not conquer India for the benefit of the Indians. I know it is paid at missionary meetings that we conqured India to raise the level of the Indians. That is cant, We conqured India as an outlet for the goods of freat Briten. ... we hold it as the finest outlet for British goods. ...."

আমরা ভারতীয়দের উপকারের জন্য ভারতবর্ষ জয় করি নাই। আমি জানি মিশনারিদের সভায় বলা হইয়া থাকে যে আমরা ভারতীয়দের জীবনধারা উন্নত করিবার জন্য ভারত জয় করিয়াছিলাম। সেটা কপট ছেঁদো কথা। আমরা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বিক্রির জায়গা রূপে ভারত জয় করিয়াছিলাম। ... এই দেশটা আমরা দখল করিয়া আছি ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য রপ্তানী ও বিক্রির সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গা বলিয়া ... ।"

—এ রকম আর ইংরেজের বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ডেভশায়ারের ডিউক আরও বলিয়াছেন যে ভারত শাসনটা ভারতেই হইবে, লন্ডনের ভারত সচিবের অফিস হইতে হইবে না। তাহাতে আমাদের কী লাভ? একজন ইংরেজ ভারতবর্ষে বসিয়া ইংরেজদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভারত শাসন করিবেন কিম্বা দুইজন ইংরেজ - একজন লণ্ডনে বসিয়া ও আর একজন দিল্লী সিমলায় বসিয়া - ইংরেজ জাতির স্বার্থ

সিদ্ধির জন্য ভারত শাসন করিবেন, এই দুটো বন্দোবস্তের মধ্যে বাস্তবিক উনিশ - বিশ কোথায়? (প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮ পৃঃ ৩৭৮ - ৭৯)

স্বরাজের প্রকৃতি

আমরা আগে বসিয়াছি ইংলন্ডে রাজা থাকিলেও তথাকার বাসিন্দা লোকেরাই প্রভু, সুতরাং তাহারা স্বাধীন ও তথায় পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যদি সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল ভারতীয় জাতির লোকেদেরে প্রভূত্ব হয় এবং ধর্ম জাতি ভাষা নির্বিশেষে সকলেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে তাহা হইলে স্বরাজ রাজতন্ত্রেও হইতে পারে, সাধারণতন্ত্রেও হইতে পারে। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে।

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু মুলমান নির্বিশেষে সকলে সকল পদ পাইতে পারিত, কিন্তু একসময়ে ইংলণ্ডে আংলিকান (Anglican) খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের লোকদের যেসব রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল, রোমান ক্যাথলিকদের ও ইহুদীদের তাহা ছিল না, কালে তাহাদের এই অধিকার শূন্যতা দূর হয়। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও ইংলণ্ডের রাণী ও রাজারা আংলিকান খ্রীষ্টিয়ান তথাপি ইহুদি ডিসরেলী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং রোমান ক্যাথলিক লর্ড রিপন ভারতে রাজ প্রতিনিধি ও বড়লাট হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে ইহুদী মন্টেগু সাহেব ভারত সচিব এবং ইহুদী লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট ও রাজ প্রতিনিধি। তেমনি যদি কেহ ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা হন এবং তাহার ভারতীয় প্রজাদের পুরামাত্রায় সেই সব অধিকার থাকে, যাহা ইংলণ্ডে ইংরেজদের আছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই স্বাধীন রাজার ধর্ম ও জাতি যাহাই হউক, তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

যদি ইংলণ্ডের রাজবংশোদ্ভুত কেহ ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা হইয়া আসিয়া এখানে পুরুষানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, যদি তিনি ইংলণ্ডের রাজার অধীন না হন এবং যদি তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বে ভারতীয় জাতির সেইরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে যেমন বিলাতে ইংরেজ জাতির আছে, তাহা হইলে এরূপ অবস্থাকেও স্বরাজ বলা যাইতে পারে। ভারতীয় কোন হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, শিখ-ইহুদী বা পার্শী রাজার রাজত্বে যদি ঐরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত নিশ্চয়ই স্বরাজ বলা যাইতে পারিবে।

কিন্তু রাজা যে ধর্ম্মের বা জাতির হন, তাহাতে যেন সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় বা জাতির একটু বেশী গৌরব হয়, সাধারণতঃ লোকের মনের ভাব এইরূপ হওয়ায় এবং ভারতবর্ষে অতীত ও বর্তমান বিরোধস্মৃতির পোষক নানা ধর্ম্ম ও জাতির লোকের বাস থাকায় ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ সাধারণতন্ত্র আকারের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, যোগ্যতা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও জাতির লোক প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ দেশনায়ক বা দেশপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন; স্থায়ী রাজবংশ কোন ধর্ম্মের বা জাতির হওয়ার জন্য কাহারও অহংকার বৃদ্ধি হইবে না বা কাহাকেও দীর্ঘকাল মনক্ষুন্ন থাকিতে হইবে না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতি ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা, অন্য সব স্থায়ী বাসিন্দা তাহাকে নিজেদের সমান ভারতীয় মনে করিলে, তবে আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জন করিবার ও রক্ষা করিবার যোগ্য হইবে। হিন্দু মনের নিভৃততম কক্ষেও এভাব পোষণ করিতে পারিবেন না, যে তিনি মুসলমানদের চেয়ে বেশী ভারতীয়; মুসলমানও ভাবিতে পাইবেন না যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা পারস্য তুরস্ক বা আরব দেশ অধিক পরিমানে তাঁহার স্বদেশ। কোন সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা বা দ্বেষ করিলে চলিবে না। পরস্পরকে সকলে সর্ববিধ অতীত ও বর্তমান অপরাধের জন্য ক্ষমা করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। এ পর্য্যন্ত ইহা দেখা গিয়াছে বটে, যে, মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ঝড়ে সাতিশয় বিপন্ন হইলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই বেশী টাকা দিয়াছে ও খাটিয়াছে। কিন্তু তুরস্ক বিপন্ন হইলে বা আঙ্গোরার জন্য

টাকা তুলিতে হইলে মুসলমানেরা মুক্ত হস্তে টাকা দিয়াছেন। আমরা এজন্য মুসলমানদিগকে দোষ দিতেছি না। মানুষ পরাধীন হইলে বা অন্য কোন প্রকারে দুরবস্থাপন্ন হইলে, স্বাধীন ও সুদশাপন্ন কাহাকেও আত্মীয় জ্ঞান করিতে পারিলে তৃপ্তি বোধ করে। মুসলমানের আধিপত্য এককালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে একমাত্র তুরস্কই প্রকৃত শক্তিশালী স্বাধীন মুসলমান দেশ ছিল এবং মুসলমানের অতীত শক্তির গৌরবময় স্মৃতির ভগ্নাবশেষ রক্ষা করিতেছিল। তাহাকে আত্মীয়বোধে তাহার সাহায্য করিতে চেষ্টিত হওয়া মুসলমানের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত মহাসাগরে কোথায় ক্ষুদ্র বলী দ্বীপ আছে। তাহাতে এখনও হিন্দু আছে, তাহারা স্বল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ছিল বা এখনও আছে মনে করিয়া আমরা সুখ পাই। অতএব মুসলমানের মনের ভাব বুঝা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে, কিন্তু যখন অতীত কালে ভারতবর্ষে মুসলমানের প্রভুত্ব ছিল, তখন ভারতীয় মুসলমানেরা ও তাঁহাদের বাদ্‌শাহেরা গৌরবের জন্য স্বাধীন পারস্যের বা তুরস্কের গাঘেঁসা হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। কারণতাঁহারা নিজেই স্বাধীন ও শক্তিশালী ছিলেন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আমাদের বাঞ্ছানুরূপ - স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর মত মুসলমান ও স্বাধীন এবং গৌরবমণ্ডিত হইবেন। তখন ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের মমতা আরও বাড়িবে। কিন্তু বুদ্ধিমান বিবেচক স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় মুসলমানদের মনের অবস্থা এখন হইতেই ভারতের প্রতি মমতায় পূর্ণ বলিয়া মনে করি। অন্য সকল মুসলমানের মনেও তাঁহারা ঐরূপ ভাব জন্মাইতে চেষ্টা করুন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এবং ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পের চর্চার এবং ভারতের হিতকর সর্বাধির প্রচেষ্টায় তাঁহারা অন্যসব সম্প্রদায়ের সহকর্মী হউন।

(প্রবাসী মাঘ, ১৩২৮, পৃঃ ৫৭৫ - ৭৬)

"চরিত্র প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার
অর্থ সেই চরিত্র শক্তি অর্জন করা।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

নোনাবিরামপুর ঃঃ এক্তারপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত বাজকুল মিলন মেলা, ২০২১-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

আমাদের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট ঃ-

১. গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
২. স্ব-নির্ভর, স্বচচ্ছ, সংবেদনশীল সুশাসন যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে গ্রামবাসীকে উপহার দেওয়া।
৩. পঞ্চায়েতের সুফল সমস্ত পরিবার সহ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. আই. সি. ডি. এস., এস. এস. কে., এম. এস. কে., প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল গুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানো সহ পঠন পাঠনের মানোন্নয়ণ ও নির্মল ভারত মিশনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া।
৫. জননী সুরক্ষা, শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, টীকাকরণ কর্মসূচীর দ্বারা ও মাননীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি মহাশয়ের প্রদত্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং ডেঙ্গু, রুবেলা প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের সচেতনতার প্রচার দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।
৬. বনসৃজন, পরিবেশ উন্নতিকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, শৌচাগার, ঢালাই রাস্তা, বৈদ্যুতিকরণ সুনিশ্চিত করা ও কম্যুনিটি টয়লেট গড়ে নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা।
৭. MGNREGA -এর কাজে মহিলাদের আরও বেশী অংশগ্রহণে উদ্যোগী হওয়া ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা।
৮. স্বাস্থ্য সাথী, সমব্যথী সহ- সামাজিক সুরক্ষা এর মতো জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণ করা।
৯. PMY প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।
১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসেব GPMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা ও সমস্ত পরিষেবা Software এর দ্বারা সম্পন্ন করার আন্তরিক চেষ্টা।
১১. সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

রিন্টু রানা	**তপন কুমার বর্মন**
উপ-প্রধান	*প্রধান*
গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত	গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাজলাগড় ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- বাংলা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কমলাকান্ত পাত্র
উপ-প্রধান

জয়ীতা জানা
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

কাজলাগড় রাজবাড়ীর ইতিকথা

সংগৃহীত

সময় থেমে থাকে না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সে এগিয়ে চলে। চলার পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, কিছু ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। এই চিহ্নগুলিও ধীরে ধীরে মুছে যায় সময়ের গতি চক্রে। তবু কিছু স্মৃতি চিহ্ন আজও উপস্থিত তার কছু কথা শোনানোর জন্য। এমনি একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন হলো রাজবাড়ী। বহু উত্থান পতনের সাক্ষী এটি। আজ পূর্ব মেদিনীপুরের বাজকুলের নিকটবর্তী কাজলাগড় রাজবাড়ীর কথা জানবো।

কাজলাগড় নামটা এলো কোথা থেকে?

যাযাবর ব্যাধ জাতির দলপতির নাম গোবর্ধন। একদিন খাবারের সন্ধানে দলপতির নির্দেশে সমর্থ পুরুষরা বেড়িয়ে পড়ল মৃগয়ায়। বহু স্থানে প্রচুর শিকারের পর সেই দল এসে উপস্থিত হল বর্তমান ভগবানপুরের সুজামুঠা নামের একটা জায়গায়। তখন সুজামুঠা জংলা একটা জায়গা। চারিদিকে জঙ্গল আর সেখানে নানা পশুপাখির বাস। দলপতি সামনে এক জলাশয়ের ধারে বসে থাকতে দেখলেন এক বক তপস্বীকে। পোষা বাজপাখিটিকে ছেড়ে দেওয়া হল বকটিকে শিকারের জন্য। বাজপাখিটি গেল কিন্তু আর ফিরে এল না। খাদ্যের খোঁজে গিয়ে খাদক বাজটিই বকের খাদ্যে পরিণত হল। এই কথা চিন্তিত করে তুলল দলপতিকে। সেদিন রাতে তাঁর স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী কালী। দলপতি জানলেন এই পুণ্যভূমিতে দেবী কালীর জাগ্রত অধিষ্ঠান। স্বপ্নাদেশ অনুসরণ করে তিনি শিলানির্মিত এক কালীমূর্তি খুঁজে পেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন কালীর গড়। পরে যা লোকমুখে হয়ে গেল কাজলাগড়।

রাজবাড়ী নয় জমিদার বাড়ী!

কাজলাগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্ধন রঞ্জাপ। গোবর্ধন রঞ্জাপ হিজলির নবাবের উচ্চ রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিজলি রাজ্যের অবসানের পর ইনি রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত রাজা বা জমিদারই ছিলেন সুজামুঠার ভূস্বামী। তাই জমিদার বাড়ি বলাই ভাল একে। এর প্রতিষ্ঠাতা গোবর্ধন রঞ্জাপ। লবণের ব্যবসায় প্রচুর লাভ করে এখানেই থেকে যান। গড়ে তোলেন জমিদারি। রাজবংশের উপাধি ছিল চৌধুরী। রাজা গোবর্ধন রঞ্জাপের বংশধরগণ পরবর্তীকালে রাজ্যের অধিকারী হন। সুজামুঠা জমিদারির রাজধানী ছিল কাজলাগড়। রাজধানীর প্রতিষ্ঠার সপ্তদশশতকের শেষ ভাগে হলেও অষ্টাদশ শতকে মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আমলে। যিনি সুজামুঠা রাজপরিবারের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন। কাজলাগড়ের রাজবাড়ির সঙ্গে তৈরি হয় গোপাল জীউ -এর নবরত্ন মন্দির। বর্তমানে ধ্বংসন্মুখে মদিরে গোপাল জিউ নেই, রত্নগুলিও কালগ্রাসে অবলুপ্ত। কেবল মন্দিরের জীর্ণ অবয়ব সন্নিহিত বটগাছের ঝুরিমূলের আলিঙ্গনে অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আর বিসাল 'কাজলা দীঘি' হল রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের কীর্তি।

রাজবাড়ীর ক্ষমতা হস্তান্তর ঃ

রাজবাড়ী কিন্তু চিরকাল চৌধুরী বংশের অধীনে ছিল না। বংশের এক উত্তরপুরুষ গোলকেন্দ্র

নারায়ণ ছিলেন খুবই উচ্ছৃঙ্খল। তার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যথেচ্ছ খরচ মেটাতে গিয়ে রাজবাড়ী দেউলিয়া হয়। এবং হাতবদলের মাধ্যমে তা চলে যায় ১৮৬০ সালে বর্ধমান এর মহারাণী নারায়ণ কুমারীর কাছে। তখন থেকে এটি বর্ধমান রাজার কাছারি বাড়ি হিসাবে পরিচিত লাভ করে। ১৯৫৫ সালে সমস্ত এস্টট সরকার অধিগ্রহণ করার পর থেকে রাজবাড়ীর এই বিশাল ক্যাম্পাস ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এর অফিসে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি রাজ শুরু হলে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসও এখানে স্থাপিত হয়।

কবির লেখায় কাজলাগড় ঃ

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহু কবিতায় এই কাজলাগড়ের উল্লেখ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কর্মসূত্রে সুজামুঠায় এসেছিলেন। এখানকার সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন। এই এলাকায় মুঠা দিয়ে অনেকগুলো জায়গার নাম আছে। কাজলাগড়ের বকুল গাছের অনুষঙ্গ ও এসেছে তাঁর লেখায়। কবির স্ত্রী সারাদিন কবির অপেক্ষায় সামনের বকুল গাছের বকুল ফুল দিয়ে মালা বাঁধেন এবং কবির আগমনে বিরহ সমাপ্ত হলে মালাটি পরিয়ে দেন কবির গলায়।

বর্তমানে কাজলাগড় রাজবাড়ী ঃ

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কাজলাগড় রাজবাড়ি। স্থানীয় মানুষদেরকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি অনেক দিনের। কিন্তু সরকারি উদাসীনতার কারণে তা আর হয়ে উঠেনি। আম্ফান, ইয়াশ ইত্যাদি ঝড়ের আঘাত বার বার আক্রমণ করেছে। ধীরে ধীরে মুছে যেতে চলেছে ঐতিহাসিক বহু ঘটনার সাক্ষী এই রাজবাড়ী। তবে বর্তমানে ভগবানপুরের নব নিযুক্ত বি. ডি. ও. মাননীয় বিশ্বজিৎ মণ্ডল বিশেষ অগ্রহী এই প্রাচীন রাজবাড়ীর সংস্কার সাধনে। চেষ্টা করেছেন নিজের ইচ্ছায় বাংলার এই ছোটো ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতে।

—০—

তথ্য সত্র ঃ পত্র পত্রিকা, ফেসবুক

মিলন মেলার শুভেচ্ছায় .....

সঠিক রোগ নির্ণয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

9732698096
9732665138

মাইতি প্যাথলজি
মা সারদা এক্স-রে ক্লিনিক এণ্ড ল্যাবরেটরী

বাজকুল (এগরা রোড) ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

কাজলাগড় হাসপিটালের সহিত সংযুক্ত

আমাদের পরিষেবা

● এক্স-রে (100mm) ● প্যাথলজি, ● কম্পিউটারাইজ্ ● E.C.G
● ডাঃ চেম্বার ● অর্থোপেডিক্স সামগ্রী ● ফিজিওথেরাপি
● রক্ত, মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

যাঁরা চেম্বার করছেন-

অ্যাপোলো হস্পিটালের প্রখ্যাত–
ডাঃ সুদীপ্ত মদক
M.B.B.S., M.D. (Medical Physiology) Trained in : Dip. Card. (Royal College, UK) Dip. Diabetes & Kidney
Regd. No.-67910
সুগার, কিডনি, থাইরয়েড ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
প্রতি রবিবার দুপুর ১টা হইতে

কলিকাতার প্রখ্যাত অস্থি ও বাতরোগ বিশেষজ্ঞ
অর্থপেডিক এণ্ড ট্রোমা সার্জেন
ডাঃ সোমনাথ ঘটক
M.B.B.S., (Cal.) D-Ortho (Cal), M.R.C.S. (Edin. I, II) MCH-Ortho (USAIM)
প্রতি মঙ্গল বার দুপুর ১২টা হইতে

সুগার ও থাইরেড স্পেশালিষ্ট
ডাঃ এস. এস. ঘোষ
M.B.B.S., MD (Medicine) R.C., C.C.E.B.D.M. Chennail attached National Medical College
Regd. No.-49876
প্রতি ২১ দিন অন্তর বুধবার দুপুর ১টা হইতে

শিশুমঙ্গল হস্পিটালের প্রখ্যাত
নাক, কান, গলা ও মাথা ও ঘাড় বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন
ডাঃ অঞ্জন দাস *M.B.B.S.,(Cal), M.S. (ENT), Ear, Nose, Throat and Head & Neck Surgeon*
Regd. No.-64081
প্রতি ১৫ দিন অন্তর সোমবার বিকাল ৪টা হইতে

কটক শহরে প্রখ্যাত–সুগার, গ্যাস্ট্রো, মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ এস. সাহু *M.D. (Medicine)*
Regd. No.-59279
প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা হইতে

স্ত্রী, প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব রোগ বিশেষজ্ঞ
নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিষ্ট হাসপাতালের প্রখ্যাত
ডাঃ কুমারেশ পাল
M.B.B.S., (Cal), MS. (G & O) (Cal) Regd. No.-57938
প্রতি শুক্রবার দুপুর ২টা হইতে

কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত সাইক্রিয়াট্রি বিশেষজ্ঞ
নার্ভ, শিরা, মৃগী ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মনোরোগ নেশা ও যৌন রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক–
ডাঃ নিরুপম ঘোষ
M.B.B.S., MD (Cal.) Regd. No.-48971
প্রতি ১৫ দিন অন্তর রবিবার সকাল ৮টা হইতে

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাকরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাকরা ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- বাংলা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

সেক মহম্মদ সেলিম
উপ-প্রধান

বর্ণিতা মাইতি (সাউ)
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

আগন্তুক

অধ্যাপক - গোবিন্দ প্রসাদ কর
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

এই তো সেদিন এসেছিলে,
নির্ঝরের স্বপ্নে আগন্তুকের ন্যায়।
মনের মণিকোঠায় নিরবে নিভৃতে,
যৎকিনচিৎ তোমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শন।
সহজ সরল মনের দ্যোতনায়,
কোথায় যেন স্থান করে নিয়েছিলে।
এই তো সেদিন কোন এক অস্ফুট ছলনায়,
নতুন কাউকে আহ্বান।
অন্তর্যামী বুঝতে পেরেছিল,
নতুনত্বের লহনায় তোমার দ্যুতি পরিস্ফুট।
মিরাক্কেল আড্ডায় সবই যেন বদলে গেল,
অন্তহীন অন্তর্যামীকে কোন গুরুত্বই দিলে না।
নির্বাক নিঃশব্দে নতুনত্বকে,
অন্তঃকরণে জানালে স্বাগত।
ভেবে দেখ সেদিনকার নস্ট্যালজিককে!
এই তো সেদিন মনে পড়ে,
জাহাজ ঘাটে বেঅফবেঙ্গল লহরীর কলতানে,
ছায়াঘন প্রভাতে হাল্কা উষ্ণ আলিঙ্গন।
অতিবাহিত হয়ে গেছে অনেকগুলো পাক্ষিক,
কেবল একরাশ মিথ্যে ছলনা,
না কোন অকপটে আঁকা স্বপ্নের দৃশ্য।
এই তো সেদিন অনুসন্ধানের নেশায়,
বিভোর থেকেও নতুনত্বের দ্যোতনায়,
আত্মাহুতি দিলে প্রদীপ্ত ভবিষ্যতকে।
ফিরে আসবে না সেদিন,
নিস্পৃহ হয়ে তাকিয়ে থাকো তুমি,
আকাশের পানে চেয়ে কাঁদো,
আর বলো এই তো সেদিন....।

ও চাঁদ

মহুয়া জানা
শিক্ষিকা, চিঙ্গুড়দনিয়া হাইস্কুল

একফালি আয়ত সাদা
জানলা ছুঁয়ে যায়।
কেন এমন আনমনা হই?
কোন মাতনে পায়?
প্রাণ ভরে আজ
দেখবো তোকে চাঁদ
অধম্য ইচ্ছেগুলো
বাঙছে যেন বাঁধ।
ধুষর-সাদা কোল পালকের
জেগে জীবন সাধ,
চাঁদ মুখেতে দোল নোলকে
খুব করে আজ কাঁদ।
আলোর ভাসান দূর মুলুকে
স্থবির মনে ও আশ!
কাঁপন শুধু জলছবিতে
মনকে ভালোবাস।।

আশা

বিমান কুমার নায়ক
সদস্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

আশা'ই জীবন আশাই মরণ
আশা'ই আলো মোদের,
আশা ছাড়া জীবন অচল
এই জগৎ সংসারে।।

আশায় চাষা চাষ করে
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে
খরা বন্যায় ফসল নষ্টে
মুখটি যায় শুকিয়ে।।

আশায় পিতা মাতা বড় করে
দুধের শিশুটিরে,
বড় হয়ে অকৃতজ্ঞ হলে
আশা'টি তাদের মরে।।

আশা নিয়েই বুলবুলিটি
বানায় সুন্দর বাসা,
দমকা ঝড়ে ভেঙে গেলে
নেমে আসে হতাশা।।

আশার পথে চেয়ে থেকে
হয় না যখন কাজ
হাতাশা আর যন্ত্রণায়
জীবনে আসে অবসাদ।।

আশার কোন হয় না শেষ
আশা'ই জীবনের ভিত্তি,
আশা পূরণ হলেই তখন
মনে আসে তৃপ্তি।।

আশায় কেউ সংসারী হয়,
কেউ বা সংসার ছাড়ে,
আশায় অনেকে বাঁধে খেলাঘর
বেদনার বালুচরে।।

আশার আলোয় জীবন মোদের
চলছে অবিরত,
আশা ভঙ্গ হলেই তখন
বদনটি হয় অশ্রুসিক্ত।।

আশায় আশায় কত মানুষ
সর্বস্বান্ত হয়,
আশা নিয়ে কবিরা কিন্তু
ভিন্ন কথা কয়।।

আশা থাকুক কম বেশি
অতি মোটেই নয়,
আশা নিয়েই বাঁচবো মোরা
জীবন হবে সচল নিশ্চয়।।

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং- ১৬৫ মিড্ ঃঃ তাং ০৭/০১৯৬১

গ্রাম-মির্জাপুর ☼ পোস্ট-কাজলাগড় ☼ জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর

☼ কৃষক আমাদের শক্তি।
☼ ভূমি আমাদের ভিত্তি।।
☼ সৃজন শক্তি আমাদের প্রেরণা।
☼ কর্মনিষ্ঠা আমাদের ভরসা।।

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত শ্রেণির মানুষদের জানাই সমবায়ী অভিনন্দন ও প্রীতি শুভেচ্ছা।

পরিচালক সমিতির সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

সত্যব্রত শেঠ-*সভাপতি*, অলোকবরণ বাড়ই-*সম্পাদক*, মানস কুমার জানা-*সদস্য*
সুকুমার খাঁন-*প্রাক্তন সদস্য*, অমিয় কুমার মাইতি-*সহ সভাপতি*, অতনু পণ্ডিত-*সুপারভাইজার*,
মুজিবর মল্লিক-*সদস্য*, কমলাকান্ত পাত্র-*সদস্য*, প্রসেনজিৎ হাতি-*সদস্য*,
মৃণালকান্তি মাইতি-*প্রাক্তন সদস্য*, কাবেরী বাড়ই-*সদস্যা*,
রবীনচন্দ্র শেঠ-*পিওন*, সন্দীপন দাস-*ম্যানেজার*, রিঙ্কু শেঠ-*কর্মচারী*।

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

জয়তু সমবায়

মধুসূদনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

মধুসূদনচক, পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট

- রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্পে রাজ্যের প্রান্তিক চাষীদের নিকট হইতে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়।
- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, মৎসজীবি ও মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলকে সহজ কিস্তিতে ঋণদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
- সেভিংস অ্যাকাউন্ট, রেকারিং ডিপোজিট ও ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা আছে।
- C.S.P পরিষেবা দেওয়া হয়।

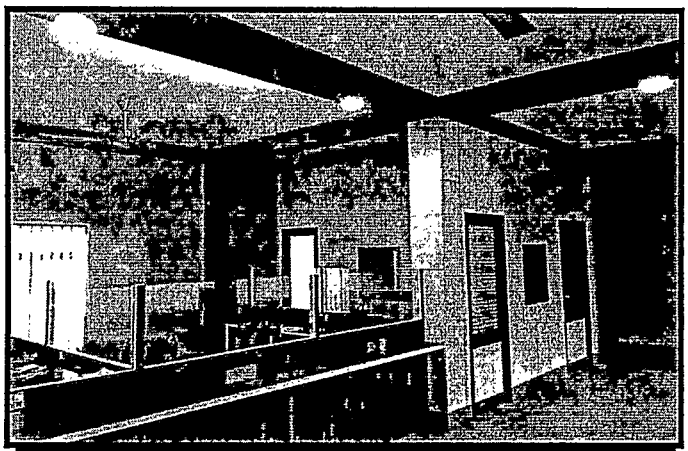

আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

নির্মলেন্দু বেরা

ম্যানেজার

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চিঠি

সংগৃহীত

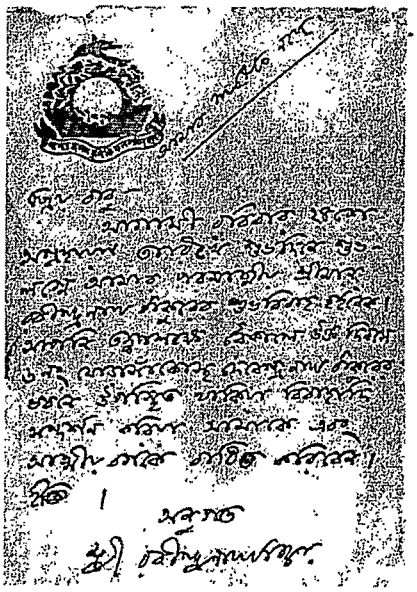

৯ই ডিসেম্বর দিনটিতে ভবতারিণী দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যান নি বিয়ে করতে, জোড়াসাঁকোতেই হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান।।

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর ভবতারিণী দেবার (মৃণালিনী) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ সম্পন্ন হয় আর সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের বিয়ের আমন্ত্রণ-পত্র লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

তাঁর বিয়ের গল্পটি জানতে চাওয়া হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, 'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানেরা যখন বেশি পেড়াপেড়ি শুরু করেন। আমি বল্লুম, তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই। তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাইনি। আমি বলেছিলাম, আমি কোথাও যাব না, এখানেই বিয়ে হবে। জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।' মৈত্রেয়ী দেবী পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সে কি, আপনি বিয়ে করতে যশোরে যাননি?' 'কেন যাব' আমার একটা মান নেই?' 'ভীষণ অহংকার!' 'তা হোক, তাঁরা তোমাদের মত আধুনিকা তো ছিলেন না, এসেছিলেন তো!

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'মেয়ে দেখা পর নিয়ে মজার কিছু ঘটনার কথা বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে - 'জানো, একবার আমার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য province -এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকায় উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন মেয়ে দেখতে গেলুম দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন -একটি নেহাত সাদাসিধে, জড়ভরতের মত এক কোণে ব'সে রইলো;আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তাঁর স্মার্টনেস। এখটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালে ভালো - তারপরে music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়! এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়স হয়েছে, কিন্তু শৌখিন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'--- আমরা আর করব কী, পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে চুপ করেই রইলুম; আরে তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়। যাহোক, হলে এমনই কি মন্দ হত। মেয়ে যেমনই গোক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে তো এ হাঙ্গামা করতে হত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই

ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত!'

(স্ত্রী বিধবা হলে প্রাণ রাখা শক্ত! কবিগুরুর রসবোধের পর্যায়ে আমরা এ যুগেও যেতে পারি নি।)

অনেকগুলো সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা এবং বেশ কয়েকটি অনেকদূর গড়ানোর পর রবীন্দ্রনাথের পাত্রী হিসেবে ভবতারিণী দেবী মনোনীত হন। ভবতারিণীর বয়স তখন ছিল মাত্র দশ বছর।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় একটি দশ বছরের কম (নয় বছর নয় মাস!) প্রায় অশিক্ষিতা মেয়েকে ভাবী জীবনসঙ্গিনী মনোনীত করবেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।' ভবতারিণীর গাত্রবর্ণ ছিল শ্যামলা, খুব সুন্দরীও বলা যায় না তাকে। কবি কনের এই শ্যামলা রঙটিকেই পছন্দ করেছিলেন। পরে কবিতায় সেই ভাব প্রকাশ করেছিলেন এভাবে, 'যে দেখায় সে আমরা মন ভুলিয়েছে / তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন / ওর কচি ধানের চিকন আভা।'

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন ধার্য হয়। তবে এই বিবাহে জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী ও সৌদামিনী দেবী অনুপস্থিত ছিলেন। এ সময় আকস্মিক সৌদামিনী দেবীর স্বামী শ্রী সরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে বিবাহ বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। অন্যদিকে প্রথমে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় নতুন বৌঠান (কাদম্বরী দেবী) পাত্রী দেখতে গেলেও কোণে দেননি। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় অত্যন্ত সাধারণভাবে। এইসব কারণে কবি নিজেকে অনাদৃত বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় অত্যন্ত সাধারণ ভাবে। কোনো জাঁকজমক হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ শৈশবে কৈলাশ মুকুজ্জের সালঙ্কারা বধুর বিবাহের উৎসবের বর্ণনা বালক বয়সে শুনেই সেটিকেই যুবক রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের গোপনে লালন করে এসেছিলেন। তাই তাঁর বিবাহ জাঁকজমকের সঙ্গে হয়নি বলে চিরকাল কবির মনে আক্ষেপ ছিল। তবুও আনন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহের এক অভিনব নিমন্ত্রণপত্র নিজের হাতে লিখে প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেন ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবকে পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটির মাথায় মধুসূদন দত্তের কবিতা 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় -ভোরের পাখির প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সূর্যোদয়ের ছবির নীচে লিখে তারই পাশে লিখলেন 'আমার Motto নহে।'

রবি ঠাকুরের নিজের লেখা নিজের বিয়ের সেই নিমন্ত্রণপত্রটি —

প্রিয় বাবু,

আগামী রবিবার ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

ইতি

অনুগত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

কলাবেড়িয়া ঃঃ চড়াবাড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৬২৬

এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়ায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

আমাদের পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ

১। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিক্ষিত পানীয় জলের যোগান প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা।

২। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।

৩। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

৪। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া।

৫। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

৬। সমগ্র এলাকায় সামাজিক বনসৃজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতটি নির্মল পঞ্চায়েত সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় রাস্তা-ঘাট উন্নয়ণ ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তিকরণ অঞ্চল হিসাবে অগ্রগণ্য।

৯। ৮০ শতাংশ ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বাকী পরিকল্পনা চলছে।

১০। S. H. G. মায়ের জন্য স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকারের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুতি করণ।

১১। সরকারী হাসপাতাল যাহাতে হয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

মৌসুমি ভূঞ্যা	দীপঙ্কর বিশ্বাস	মৃগাঙ্ক শেখর দাস
উপ-প্রধান,	*সচিব,*	*প্রধান,*
কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত	কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত	কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

M-9732768646
9593400628

সারদা খেলাঘর

এখানে জিম ও খেলার সমস্ত সরঞ্জাম, রাজনৈতিক দলের পতাকা,
ক্যারাম বোর্ড, ফ্লেক্স বোর্ড, ব্যাজ, রাবার স্ট্যাম্প ইত্যাদি
খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।

প্রোঃ- অজয় কুমার মাইতি

রামকৃষ্ণগঞ্জ বাজার ঃঃ কালিকাখালি ঃঃ মঠ-চণ্ডীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর

তুলসী কথা

সুমনা গুহ
- পার্শ্ব শিক্ষক

'তুলসী' -এই শব্দটার সাথে আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ ভাবে পরিচিত। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে 'তুলসী' হল দেবী স্বরূপ। আমরা পরিবর্তনশীল জগতে বাস করি, তাই পৃথিবীতে দ্রুত সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। এবং পাল্টাচ্ছে আমাদের থাকা-খাওয়া ও বেঁচে থাকার মানসিকতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন নতুন সুন্দর ডিজাইনের বাড়ী, ফ্ল্যাট। কিন্তু এই বিশাল পরিবর্তনের মাঝেও পাল্টায়নি 'তুলসী মঞ্চ'। যা কয়েকশো বছরের ভারতের ঐতিহ্য।

হিন্দু শাস্ত্রে তুলসীকে পবিত্র বলে উল্লেখ করা হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী হিসাবে বিবেচিত। এবং এই তুলসী পত্র ছাড়া কৃষ্ণ পূজাই সম্পূর্ণ হয় না। বহু পৌরানিক কাহিনী আছে তুলসীকে নিয়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে আমরা জানব তুলসীর জন্ম কথা - রাজা ধর্মধ্বজের কোন সন্তান ছিল না। তাই রাজা ও রাণী মাধবী অনেক তপস্যা করেন। অবশেষে বহু তপস্যা ও কামনার ফলে রাণীর কোল আলো করে জন্ম নেয় এক কন্যা সন্তান। এই কন্যার জন্মগ্রহনের পর পায়ের তলায় একটি শুভ পদ্মচিহ্ন দেখা যায়। যা দেখে রাজা ধর্মধ্বজের মনে হল এই কন্যা 'অসাধারণ' এবং নিশ্চই কোন দেবীর অংশজাত। তাই রাজা নাম রাখলেন তুলসী। একদিন হঠাৎ রাজকন্যা বলে উঠল - 'পিতা আমি তপস্যায় যাব'। কিন্তু পিতার মন সায় না দিলেও কিছু করার নেই কারণ এই মেয়ে তো কোন সাধারণ মেয়ে নয়। সমস্ত ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য ছেড়ে হিমালয়ের নির্জনে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। যোগিনী তুলসীকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে তুলসী রাজার আদরের দুলালী।

অবশেষে তাঁর কঠিন তপস্যায় তুষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন - "তুমি কী বর চাও ? কেন এই কঠিন তপস্যা" ? উত্তরে তুলসী তাঁর পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত বললেন 'গত জন্মে সে নাকি গোলোকে গোপীরূপে কৃষ্ণের সেবা করত এবং রাধিকার অংশজাত হওয়ায় রাধিকার প্রিয় সখীও ছিল, কিন্তু এই প্রিয়সখীর কৃষ্ণের সাথে হাসি মুখে বাক্যালাপ দেখে শ্রী রাধার সহ্য হল না, এবং তাহা দেখামাত্র কৃষ্ণকে তো যথেচ্ছ কটুক্তি করলেনই উপরন্তু আমাকে অভিশাপ দিলেন, 'গোলকে তোমার আর থেকে কাজ নাই। ধরিত্রীতে তুমি গিয়ে মানুষের ঘরে জন্ম নাও। 'রাধিকার কাছে অভিশপ্ত হয়ে কাঁদতে লাগলাম, কারণ ধরিত্রীতে জন্ম নিলে কৃষ্ণের সাথে বিচ্ছেদ ঘটবে। সেই বিরহ অসহ্য ? শ্রীকৃষ্ণ আমার কষ্ট বুঝতে পেরে তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি ধরিত্রীতে তপস্যা কর ? সেখানে তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা বর দান করবেন আর সেই পিতামহের বরে তুমি আমায় পতিরূপে লাভ করেব'। তাই আমার এই তপস্যা। এতএব আপনি আমায় সেই বরদান করুন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ব্রহ্মা বললেন - 'শোনো তুলসী গোলোকে কৃষ্ণ অশংদ্ভুত সুদামা নামে এক সুদর্শন গোপ ছিলেন। সেও তোমাকেই কামনা করতেন, কিন্তু রাধিকার ভয়ে সেভালবাসার কথা বলতে পারেনি। কৃষ্ণ একদিন বিরজা নামে এক গোপীর সাথে বিহার করলে রাধিকা তাকে তিরস্কার করে। রাধিকাকে

কৃষ্ণের প্রতি কটুক্তি করতে দেখে সুদামা রাধিকার উপর ক্রুদ্ধ হন। সুদামার ক্রোধ রাধিকা সহ্য করতে না পেরে সুদামাকে রাধিকা অভিশাপ দেন - 'পৃথিবীতে দৈত্য হয়ে জন্ম নাও'। এবং রাধিকার অভিশপ্ত সুদামা দৈত্য বংশের রাজা শঙ্খচূর হয়ে জন্ম নেন। এবং তোমাকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার জন্য ধরিত্রীতে সেও আমার তপস্যা করে বর লাভ করেছে।' স্বয়ং ব্রহ্মার বর মিথ্যা হবার নয়, অতএব তুলসী প্রথমে শঙ্খচূড়ের স্ত্রীরূপে কিছু কাল অতিবাহিত করার পর স্বয়ং নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করেন।

সর্বশেষে ব্রহ্মা তাঁকে বললেন - 'শোনো তুলসী' তুমি অভিশপ্ত হলেও তুমি বৃক্ষরূপ লাভ করবে এবং বৃক্ষদের মধ্যে প্রধানা হয়ে থাকবে। এবং তোমার পত্র ছাড়া কোন দেবতার পূজা হবে না।' দেশে গঙ্গান্তিকো শ্রেষ্ঠ দলেষু তুলসী দলম।' আর বৃন্দাবনে তোমার নাম হবে 'বৃন্দাবনী বৃক্ষ এই হল তুলসীর জন্ম বৃত্তান্ত।

এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী আমরা প্রত্যহ স্নান করে সবার প্রথমে তুলসী বৃক্ষে জল দিই মা ও ঠাকুমার কাছে শিখে আসা এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে —

"তুলসী তুলসী নারায়ণ।
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।।
তোমার শিরে দিয়ে জল।
অন্তিম কালে দিও স্থল।।"

তুলসী হল মহাসতী দেব অভিশাপ বশত বিষ্ণু তাঁকে কোন কারণে অসতী বলার ফল স্বরূপ শালগ্রাম শিলা হয়ে তুলসীকে মাথায় নিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়। আদি কাব্য রামায়ণেও আমরা তুলসীর কথা পাই, চোদ্দ বছর বনবাস থাকা কালে দশরথের পিণ্ডদান যে সীতা করেছিলেন, একথা তুলসী অস্বীকার করায় সীতা কর্তৃক তুলসী অভিশপ্ত হন।

এতো গেল ধর্মীয় কাহিনী। ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তুলসীর ব্যবহার ও উপকারীতা প্রত্যেকেই কিছু অল্প বিস্তার জানি। ভেষজগুণ সম্বন্ধে প্রথমেই বলি তুলসীতে ভিটামিন -এ ও সি থাকার জন্য ত্বকও চোখের সুরক্ষা হয়। এবং সর্দি ও কাশি হলে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকের ৫/১০ ফোঁটা তুলসীর রস ২ চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ খুব তাজা তুলসী পাতা ও ডাঁটির রসে প্রচুর পরিমানে ফোনোলিক যৌগ থাকে যা নাকি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। যে-কোন রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভূমিকা সব থেকে বেশী। তাই মাথা ধরা, চোখের ব্যাথা, কফ, মুখ ও গলার ঘা, ব্রঙ্কাইটিস, বদহজম, চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা এবং স্নায়ুযন্ত্রের কার্যক্ষমতা স্মৃতিশক্তি ঠিক রাখতে তুলসী পাতা ও তুলসীর নির্যাস অনবদ্য।

'তুলসী' অর্থাৎ যার কোন তুলনা নেই। (বৈজ্ঞানিক নাম - ওসিমাম স্যান্টাম)। তাই বর্তমানে আমাদের ভারতে অবস্থিত সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম 'তাজমহল' কে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে নাকি কিছু বিজ্ঞানীদের পরামর্শে সেখানে কয়েক হাজার তুলসী গাছ লাগানো হয়েছে।

সর্বশেষে বলি তুলসীর আর একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল - তুলসী গাছের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ থাকে। তাই তুলসী গাছ যেখানে থাকে তার ১০ - ২০ ফুটের মধ্যে কোন বাজ পড়ে না। এই জন্যই বহু প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু বাড়ীতে তুলসী গাছ লাগানোর রেওয়াজ আছে।

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উদবাদাল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের লক্ষ্য-

মা-মাটি মানুষের জন্য শান্তি, সুশাসন ও উন্নয়ন

এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি

১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকলের জন্য পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা।
২) প্রতিটি মৌজার প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুতায়ন-এর সু-ব্যবস্থা।
৩) মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান সু-নিশ্চিত করণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ন। পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে "জল ধরো জল ভরো"-এর বাস্তবায়ন। জব কার্ডধারী পরিবারের কর্মসংস্থান সু-নিশ্চিত করা।
৪) প্রত্যেক মৌজায় কংক্রীটের রাস্তা তৈরী করেছি।
৫) বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড-ডে-মিলের সুষ্ঠ রূপায়ন।
৬) প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা।
৭) ইন্দিরা আবাস যোজনায় গরীব মানুষের বাসগৃহ নির্মাণ।
৮) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার মাধ্যমে গরীব মানুষের সু-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
৯) বয়স্ক মানুষদের জন্য বার্ধক্যভাতা ও বিধবা মা-বোনেদের জন্য বিধবা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১০) অ-সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।
১১) ভূমিহীন অভিষ্যনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে আম আদমি বীমা যোজনার বাস্তব রূপায়ন।
১২) কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ধান, সার ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা।
১৩) কৃষকদের জন্য কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা।
১৪) গ্রুপের মাধ্যমে আনন্দ ধারা প্রকল্পের সম্যক রূপায়ন।

আসুন সবাই মিলে গান্ধীজীর স্বপ্নের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দর ভারত গড়ে তুলি।

শ্রী দীপঙ্কর খাটুয়া
উপ-প্রধান

শ্রী রাজকুমার কয়াল
প্রধান

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

মহম্মদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-নিমকবাড় ঃঃ পোস্ট- ইলাশপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- বাংলা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কৃষ্ণচন্দ্র বেরা
উপ-প্রধান

নন্দিতা মণ্ডল
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

দরিদ্রের বন্ধু বিবেকানন্দ

পুষ্প সাঁতরা

মানুষই সমস্ত শক্তির উৎস। এই চিরায়ত সত্যকে তিনি অনুভব করেছে বেদান্ত স্নাত হয়ে। মানুষ সব পারে, করেও। মানুষ তা জানতে পারে না অজ্ঞতার আবরণে অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাবে শোষক অত্যাচারীর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার অথবা বিত্তশালীর লোভ - লালসায় ব্যভিচার ও মোহের প্রমত্ততায়। এসবের মধ্যে ধর্ম নেই, ছিলও না কোনোদিন। ধর্ম থাকে প্রতিটি জীবনের অভ্যন্তরে। দেবতা বলতে স্বামী বিবেকানন্দ বোঝেন এবং বোঝান শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ, চেতনাদৃপ্ত অন্তরশুভ্র সুন্দর মানুষকেই। মানবজীবনে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে দরিদ্র মানুষই দেবত্বে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আঙিনায় পৌঁছায়। স্বামীজির কথায় মানুষের পশুত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণের নাম ধর্ম। এই ধর্ম কথাটির সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান এই শব্দগুলি। তাঁর ভাবনায় - দেবতা আকাশ থেকে নেমে আসেন না। মানষের মধ্যেই দেবতার অবস্থান। বিবেকানন্দের চেতনার আকাশে শুধু মানুষ। তাইতো সতীর্থ রামকৃষ্ণানন্দজির উদ্দেশ্যে এবং নিরাঞ্জুনানন্দের ক্রিয়াকর্ম দেখে চিঠিতে জানিয়েছিলেন - 'যদি ভাল চাও তো ঘন্টা ফন্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে নরনারায়ণ মানব দেহধারী হরেকরকম মানুষের পূজো করোগে'... মানুষকে তিনি এভাবেই দেখেছেন এই সব দরিদ্র নিপীড়িত মানুষই দেবতা। ধর্ম ছেড়ে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হতে বলেছেন - 'মানুষ চাই মানুষ, আর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দক্ষিনেশ্বরে মা ভবতারিণী মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর ত্রিলোক পূজ্য গুরু মহারাজ ধ্যান জপে মগ্ন আছেন। এক ঘনটা পর ঠাকুর তন্ময়তার ঘোর কাটিয়ে চোখ খুলে কোণে বসা প্রিয় শিষ্যকে দেখলেন। এবার একান্ত ভক্ত নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে, সজল নয়নে প্রার্থনা করে বললেন, 'আমি সর্বদা শুকদেবের মত নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই।' ঠাকুর মৃদু তিরস্কার করে বললেন, 'কী হীন বুদ্ধিরে, তোর লজ্জা করে না, একথা বলতে? আমি ভেবেছিলাম তুই এক বিশাল বটবৃক্ষের মত হবি - তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে - তা নয়, তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস।' গুরুর কথার তাৎপর্য নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই জীবজ্ঞানে শিবসেবা এই যুগধর্মকে নব্যভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'হে ভারত! ভুলিও না - নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।' বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, অবহেলিত নিপীড়িত, বঞ্চিত দরিদ্র জনসাধারণের সার্বিক ও সুসংহত উন্নয়ণই শাশ্বত ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠার রূপদান। ভারত আত্মার এই মর্মবাণীকে সার্থকভাবে অনুরণিত করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন 'দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবনের স্পন্দন।' তাই তাঁর জীবন সাধনায়, কর্মমহাযজ্ঞে বক্তৃতায়, পত্রাবলিতে ও সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাই দীনদরিত্রের প্রতি অগাধ সহানুভূতির উদার নির্ভীক অভিব্যক্তি। একমাত্র চিন্তা ছিল বারতের আপামর জনগণের দারিদ্র্যের প্রতিকার করে যাতে অন্ন দিয়ে শিক্ষা দিয়ে মানুষের মতো বাঁচানো যায়। মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে তিনি মুক্তির আদর্শকেও ত্যাগ করেছিলেন। পীড়িত, আর্ত, সর্বহারা মানুষই ছিল তাঁর একমাত্র প্রাণের দেবতা। স্বামীজি ধর্মচেতনা ও

সেবাকে সমীকৃত করে অনুন্নত দুঃখী - দরিদ্র মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করতে প্রবুদ্ধ করেছেন, তাদের সর্ববিধ দুঃখমোচনের জন্য। তাই অখন্ডানন্দকে লিখলেন, গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান - দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানি, কাতর - ইহারাই তোমার দেবতা হউক, তাহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে। দরিদ্র নারায়ণের মাধ্যমে প্রভু নারায়ণের ভোগ দিতেন।

তাই তো তিনি বিশ্বাস করতেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গেও দারিদ্র্য দূরীকরণের যোগ নিবিড়। যে সত্তর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে, সার্বিক উন্নতি হলেই দেশ দ্রুত, অগ্রগতির পথে এগোতে পারবে। কৃষি উন্নয়নে দরিদ্র চাষীদের অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা যে কতখানি বাস্তবসম্মত আজকের কৃষিব্যবস্থার দিকে তাকালে তা পরিলক্ষিত হয় মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি, এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তাই ভারত গঠনে সেই আবাহনি মন্ত্র আবার নুতন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে জেলে, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে বেরুক মুদির দোকান থেকে। হাট থেকে, বাজার থেকে বেরুক ঝোপ জঙ্গলে, পাহাড় পর্বত থেকে। তাইতো তিনি দরিদ্রের বন্ধু।

"বাল্যকালে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি।
কিন্তু কোন কষ্টকেই একদিন কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই।
বরং তাহাতে আমার উৎসাহ বর্ধিত হইত।
—বিদ্যাসাগর

বিভীষণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

টাইলস্ ও মার্বেল শো-রুম

বিভিন্ন কোম্পানীর টাইলস্

Asian, Cera, Kajaria, Royal Touch, Swastiu, Spyro, Nitco এবং বিভিন্ন কোম্পানী সেনিটারী- Parryware, Hindusthan এর সুলভ ও সস্তা মূল্যে বিক্রয় কেন্দ্র।
Johnson Tiles পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় Authorised Dealer.

রং শো-রুম

Asian Paint, Berger এবং Indigo কোম্পানীর রং সুলভ ও সস্তা মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

শ্রী সুব্রতময় বসু	শ্রী অরুপ সুন্দর পণ্ডা	শ্রী অজিত কুমার দাস
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

৯৫ বছরের পথ চলা ঐতিহ্য আর সাফল্যের নাম-

- আপনার প্রতিষ্ঠান
- আপনার সমবায়।
- আপনার সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ।
- কম্পিউটার পরিচালিত উন্নত পরিষেবা যুক্ত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রাহক কেন্দ্র (CSP)
- মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও আই সি. আই. সি. ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত IFSC CODE ICIC 0000106 যুক্ত।

বিভীষণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-১৫৫, তাং-১৯-১২-১৯২৭
পোঃ-বিভীষণপুর ঃঃ জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর
Ph.-03220-278314 :: Mob.-8348820517
E-mail.-bibhisonpurskusLtd@gmail.com

আমাদের পরিষেবা

১। সমস্ত রকমের ব্যাঙ্ক পরিষেবা।
২। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও কর্জ প্রদান।
৩। NSC, KVP, LICI ও স্থায়ী আমানতের বন্ধকীতে কর্জ প্রদান।
৪। পরিবহণ শিল্প, ব্যবসা ও গ্রামীণ কুটির শিল্পে ঋণ প্রদান।
৫। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান।
৬। Cash Credit ঋণ প্রদান।
৭। চেক ক্লিয়ারিং সুবিধা।
৮। লকার এর সুবিধা।
৯। প্রবীন নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত সুদ 0.50%

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মানসকন্যা

দীঘা সুন্দরী

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

স্বরাজ কুমার করণ

'দীঘা' নামটা শুনলেই সকলের মনে একটি ধারণা চলে আসে, বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট। বর্তমাম দীঘায় গেলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় কিভাবে মানুষের কৃতকার্য দীঘাকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই দীঘায় জড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের কতগুলি ইতিহাস।

দীঘার সমুদ্র সকতের পরিচিতি প্রায় ৫০০ বছরের। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সাগর রায় ছিলেন এখানকার অধিপতি। রায় রাজবংশ প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করেছিল। তখন দীঘা নাম ছিল না। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভ্যালেন্তিনের মানচিত্রে জায়গাটি নরিকুল নামে চিহ্নিত। পাশ দিয়ে বয়ে যেত বীরকুল নদী। ১৭০৩ সালের পাইলট মানচিত্রে এই স্থানের নাম বীরকুল। ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট রেকর্ডে বীরকুল হল একটি লবণ পরগণা। এই বীরকুল গ্রামের সমুদ্র সেকতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক দীঘা। বীরকুল নদীর মোহনাই এখন দীঘা মোহনা।

সালটা ১৭৭২। শীতের দেশ ইংল্যান্ড থেকে গভর্নর হয়ে এসেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এসেই বাংলার গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসাবে তখনও দার্জিলিংয়ের পরিচিতি ঘটেনি। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সাগর সঙ্গমে হিজলি নগরীর ৯ মাইল এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিকল্প হিসাবে খেজুরিতে বন্দর তৈরী হয়েছে বটে। কিন্তু সেখানেও গরম থেকে নিস্তার নেই। খুঁজতে খুঁজতে ভাগীরথীর মোহনা থেকে সমুদ্রের তীর ধরে আরও ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে এগিয়ে বীরকুল সৈকতে গ্রীষ্মাবাস তৈরীর উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেল। তবে তিনি কোম মাধ্যম দিয়ে এসেছিলেন তার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস কে বীরকূল পর্যন্ত পৌঁছতে সহায়ক অনুচর হিসাবে সাহায্য করেছিলেন কাঁথি, মহিষাদল ও নাড়াজোলের রাজারা। এসেই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির অপরূপ লীলায় আপ্লুত হয়ে তিনি স্বয়ং নিজে একটা বইতে লিখলেন "Beercool was the sanatorium.... The Brighton of the East. বইটির টাইটেল ছিল "The letter of Waren Hastings to his wife."।

গভর্নর বাস করার ফলে জায়গার উন্নতি হল দ্রুত। অন্যান্য ইংরেজ কর্মীদেরও যাতায়াত শুরু করল। তাই ১৭৭৮ সালে এলাকা উন্নয়নের জন্য রচিত হল পরিকল্পনা। কিন্তু খুব বেশি বাস্তবায়িত হল না। হেস্টিংসের মারা যাওয়ার পর তাঁর বসতবাড়িটা তলিয়ে যায় সমুদ্রের তলায়।

১৭৯৬ সালে এলেন চার্লস চ্যাপম্যান, যিনি ছিলেন একজন ভ্রমনপিপাসু মানুষ। তিনি পৃথিবীর অনেক সমুদ্র সৈকত ঘুরেছেন। তিনিও ভালোবেসে ফেলেন এই বীরকূল কে অপরূপ মহিমান্বিত সৌন্দর্যের জন্য তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পুরো গ্রীষ্মকালটাই সেখানে কাটিয়ে দেন। তিনি লেখেন - "Birkul is in India, he will be present there next summer."।

কিন্তু এরপর বীরকুলকে নিয়ে আলোচনা থেমে যায় প্রায় ১০০ বছর। ১৮৫২ সালে বেলি সাহেব

বীরকুলে আসেন। তিনিও সৈকতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জলোচ্ছ্বাসের মতো বালিয়াড়ির পাদদেশে আছড়ে পড়েছে। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা মনোরম বাতাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। অবশ্য তখন বীরকুল 'দীঘা' নামের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। দীঘা নামকরণের পিছনে একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে, গল্পটি হল - একদিন এক মহিলা কোথাও গিয়েছিল স্বামীকে না জানিয়ে। এদিকে স্বামী স্ত্রীকে খুঁজেও পায় না। যখন স্ত্রী বাড়ি ফিরল তখন স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল কাঁহা থি? আর সেই থেকেই জায়গাটি কাঁথি হিসাবে পরিচিত লাভ করে। এদিকে স্বামীর প্রশ্নে স্ত্রী জবাব না দেওয়ায় স্বামী আরো রেগে খুন। স্বামী তখন বলল তবে রে! আজ তোকে দেখাচ্ছি মজা। এই বলে স্বামী স্ত্রীর দিকে রাগে ছুটে যেতে লাগল হাতে একটা লাঠি নিয়ে। ছুটতে ছুটতে স্ত্রী একটা বড় খালের কাছে এসে পড়ল। তখন স্বামী বলল এবার কি করবি? তখন প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বলল আমি আর পিছাবনি। যা থেকে জন্ম নেয় পিছাবনি নামটি। (যদিও বা আমরা জানি গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে পিছাবনি নামটি এসেছে)। স্ত্রী কোনরকম সাঁতরে খাল পের করল। স্বামীও হাল ছাড়ার মানুষ নয়। সেও সাঁতার দিয়ে স্ত্রীর পিছনে দিল দৌড়। এরপর স্ত্রী এসে পৌঁছায় এক বিপুল বিস্তৃত জলরাশির কাছে। স্ত্রী এবার পালাতে না পারায় স্বামী বলে ওঠে, এবার তোকে দিই ঘা। সেই থেকেই দীঘা নামের উৎপত্তি।

ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতার একটি অভিজাত অলঙ্কার বিবরণির মালিক ছিলেন স্নেইথ সাহেব। তিনি খুবই ভ্রমনপিপাসু মানুষ ছিলেন। বিয়ে থা করেননি। পুরানো পত্র পত্রিকা ঘেঁটে জানতে পারেন বীরকূল তথা দীঘার কথা। এই বীরকূল যাত্রা তে অনেকাংশই সাহায্য করেছিলেন বালশিাই এর এক ভুঁইয়া। যিনি ছিলেন তাঁর কলকাতা বিখ্যাত অলঙ্কার বিপনির খদ্দের। সেইহেতু ১৯২৩ সালে পৌঁছলেন কাঁথির ডাকবাংলোতে, সেখান থেকে হাতিতে চেপে পৌঁছলেন দীঘাতে। তিনি দীঘার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে তৈরি হল রানসউইক হাউস প্রায় সাড়ে ১১ একর জমি জুড়ে। স্নেইথ সাহেবের একটি নিজস্ব হেলিকপ্টার ছিল। যেটার সাহায্যে তিনি প্রায়শই কলকাতা থেকে দীঘা যাত্রা করতেন। এদিকে বেড়ে চলেছে প্রিয় ভাগ্না ফ্লানিগেনের হাতে সমর্পণ করবেন। ফ্লানিগেন সপ্তাহান্তে মামার হেলিকপ্টার করে বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে আসত দীঘাতে। এবং মামার জন্য নিয়ে আসত খাবার।

স্নেইথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন দীঘাকে জনপ্রিয় করে তোলার। সেই সময় নাড়াজোলের রাজাকে আমন্ত্রণ জানালেন বীরকূল তথা দীঘাতে বাড়ি বানানোর জন্য। রাজা বাড়ি বানালেন, এবং সেই সাথে বানালেন একটি স্কুলও। স্নেইথ দীঘাতে টুরিস্ট স্পট বানানোর জন্য আবেদন জানান ইংরেজ সরকারের কাছে। কিন্তু সেই সময় ব্যতিব্যস্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। ইংরেজদের জামানা শেষ। কিন্তু স্নেইথ সাহেব হাল ছাড়েননি। ড. বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর স্নেইথ সাহেব তাঁকে দীঘার পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানান। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মনোমত হয় প্রস্তাবটি। সালটা ১৯৬৪, ১৪ই ডিসেম্বর স্নেইথ সাহেব তাঁর রানসউইকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এর পর ফ্লানিগেন রানস উইক হাউসটি ১৯৭৪ সালে ১ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিলেন স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান জে. সি. তালুকদারের কাছে এবং নিজে যাত্রা করলেন স্বদেশে।

ধীরে ধীরে এখানে কাজ শুরু হয়। গড়ে ওঠে চীপ ক্যান্টন, বে ক্যাফেটারিয়া, সারদা বোর্ডিং। সরকার তৈরি করে একটি টুরিস্ট লজ। ড. বিধানচন্দ্র রায়ের হাত ধরে দীঘায় আলো আসে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জরুরি ফোন নম্বর

পুলিশ সুপার	০৩২২৮ ২৬৯ ৫৮০
অতিরিক্ত পুলিস সপার (হেডকোয়ার্টার)	০৩২২৮ ২৬৯ ৭৬৩
তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬৩
সিআই তমলুক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬১
সিআই নন্দকুমার	০৩২২৮ ২৭৫ ২৫৫
তমলুক থানা	০৩২২৮ ২৭০ ১৩৫
কোলাঘাট থানা	০৩২২৮ ২৫০ ৪৮৮
কোলাঘাট বিট	০৩২২৮ ২৫৬ ২৪৫
নন্দকুমার থানা	০৩২২৮ ২৭৫ ২৪৩
পাঁশকুড়া থানা	০৩২২৮ ২৫২ ২৬৬
ময়না থানা	০৩২২৮ ২৬০ ২৪৪
চণ্ডীপুর থানা	০৩২২৪ - ২৭২ ২৩৭
হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২৪- ২৭৮ ১১৬
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৭৮ ১০৯
সিআই মহিষাদল	২৪০ ২৪২
হলদিয়া থানা	২৫১ ১১২
ভবানিপুর থানা	২৪০ ১১৩
দুর্গাচক থানা	২৫১ ১১১
মহিষাদল থানা	২৪০ ২৩৭
নন্দীগ্রাম থানা	২৩২ ৫৫১
সুতাহাট	২৮১ ৩৪৪
হলদিয়া কোস্টাল থানা	২৬৭ ৭৭৫
মহকুমা পুলিস আধিকারিক	০৩২২০-২৪৫ ২৪৮
সিআই এগরা	২৪৪ ২৫৮
এগরা থানা	২৪৪ ২২১
ভগবানপুর থানা	২৪২ ২৪৩
পটাশপুর থানা	২৭২ ৩৩৫
কাঁথির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২০-২৫৬ ৫৭৩
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৫৪ ৪২৫
সিআই ভূপতিনগর	২৭৬ ৩৬৬
সি আই কাঁথি	২৬৭ ০০১
দীঘা থানা	২৬৬ ২২২
মন্দারমনি কোস্টাল থানা	২৬৬ ১২৩
রামনগর থানা	২৬৪ ২৪৯
মারিশদা	২৫০ ৪২৬
ভূপতিনগর	২৭০ ২৩৯
খেজুরি	২৮২ ০০২
কাঁথি মহিলা থানা	২৫৭ ১০০
জুনপুট কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৫
তালপাটি কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৪
তমলুক দমকল	০৩২২৮ ২৭০ ৪০৫
কাঁথি দমকল	০৩২২৮ ২৫৫ ২০০

List of Emergency Helpline Numbers All Over in India

Helpline Number	Department
100	Police
101	Fire
102	Ambulance
103	Traffic Police
104	State level Helpline Health
108	Disaster Management/Medical Helpline
112	All in one Emergency Number (General Emergency Department of Telecommunication (DoT)
131	Indian Railway General Enquiry
139	Railway Enquiry
181	Domestic abuse and sexual violence-Women's Helpline
197	Direstic enquiry service
198	Telephone Complaint Booking
.1031	Anti Corruption Helpline
1033	Emergency Relief Centre on National Highways
1066	Anti-poison
1071	Air Accident
1072	Train accident
1073	Road Accident/ Traffic Help Line
1090	Anti terror Helpline/Alert All India
1091	Women Helpline in Distress
1092	Earth-quake Help line service
1096	Natural Disaster Control Room
1097	AIDS Helpline
1098	Child Abuse Hotline
1099	Central Accident and Trauma Services
1551	Kisan Call Center
1906	LPG emergency helpline number
1910	Blood Bank Information
1919	Eye Donation/ Eye bank information service
1947	Aadhar Card-UIDAI (unique Idenitification authority of India), (1800-180-1947)
1950	Election Commission of India
1800-11-4000	National Consumer Helpline

জীবন দর্শন

অধ্যাপক সোমশংকর মান্না
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয় ও প্রভাত কুমার কলেজ

❋ আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত বৌদ্ধিক বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।ঃ

ব্যবহারিক জীবনে পথ চলতে গিয়ে কখনো যেন আমরা জীব বৃত্তির বশীভূত সদ্ধান্ত গ্রহণ না করি, আমাদের সর্বদা বুদ্ধি বৃত্তির বিচারকে অবলম্বন করতে হবে এবং তার নির্দেশে পথ চলতে হবে। যিনি তার কোন সিদ্ধান্ত কখনো ভুল হতে পারে না। তার ঐ সিদ্ধান্ত যেমন ব্যক্তিগত জীবনে ফলপ্রসু, তেমনি সকল মানুষের জীবনে ফলপ্রসু হয়ে থাকে।

❋ সেই বাসস্থানই যথার্থ যেখানে চিন্তা স্বাধীন।ঃ

মানুষ চিন্তাশীল জীব। জগতে যা কিছু ভালো তা যেমন চিন্তার ফল তেমনি জগতে যা কিছু মন্দ তাও চিন্তার ফল। চিন্তা মানব জীবনের সকল ক্ষমতার উৎস। কাজে যে চিন্তা আমাদের সকল ক্ষমতা প্রদান করে সেই চিন্তাকে যথাযথ ভাবে বিকশিত করতে হলে যে স্থানে সেই চিন্তা বিকশিত হতে পারে সেই উপযুক্ত স্থনকেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তি কখনো নিজেকে বিকশিত করতে পারে না।

❋ একমাত্র শুদ্ধআত্মাই শিরকে অবনত করে।ঃ

ব্যবহারিক জীবনে আমরা অহংকারের দ্বারা এমনই বশীভূত থাকি যে মহৎ বা বৃহৎ দেখে ও তার সামনে মাথা নত করিনা। এর দ্বারা আমরা মহৎ বা বৃহৎকে আপমন করি ও নিজেদেরকে ছোট করি। একমাত্র শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ যে আত্মা দোষ ও গুণ সম্পর্কে সমান সচেতন সেই আত্মাই পারে মহৎ ও বৃহৎকে দেখে শিরকে অবনত করতে।

❋ যে বেদনা কাউকে দিতে চাও সেই বেদনা আগে নিজে উপলব্ধি কর।ঃ

ব্যবহারিক জীবনে আমরা রিপুগুলির অধীনে থেকে অন্যকে হিংসা করি বা অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করি বা আঘাত করি, ফলে অপর ব্যক্তি দৈহিক বা মানসিকভাবে বেদনা অনুভব করে এবং কষ্ট পান। এটি কখনোই আমাদের করা উচিত নয়। তুমি যদি অপরকে বেদনা দিতে চাও তাহলে আগে তুমি সেই বেদনা নিজে অনুভব কর। তারপর চাইলে তুমি বেদনা দিতে পার। এটাই মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত।

প্রেমের আলোই জীবন

সুজিত সাহু
সহকারী অধ্যাপক, ননী ভট্টাচার্য স্মারক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ভগবান শচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ। চিৎশক্তিপূর্ণ ভগবান পরা ও অপরা দুটি প্রকতি নিয়ে প্রকাশিত। পরাপ্রকৃতির আর একরূপ জীবশক্তি। অপরাশক্তি হল জড় বা মায়াশক্তি। পরা ও অফরা এই দুটি প্রকৃতি নিয়ে বগবানের চিৎ শক্তির প্রকাশ। আমরা সাধারণতঃ যা দেখি, যা ভালোবাসি -তা সম্পূর্ণরূপে জড়কে বা মায়াশক্তিকে ভালোবাসি। তার মধ্যে নিত্যতঃ প্রাণ বা প্রেম নেই। ভূমি - জল - অগ্নি - বায়ু - আকাশ - মন - বৃদ্ধি - অহংকার - এই প্রকৃতিগুলোকে আমরা বস্তুতঃ দেখি। হস্ত - পদ - চক্ষু - নাসিকা - কর্ণ স্থূল শরীরেই ন্যাস্ত রয়েছে। মৃত্যুর পার এই স্থূল দেহের বা শরীরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপেই ধ্বংস হয়ে যায়। -এই ঘটনা সর্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ মানুষ চিরকাল দেখে আসছে, জেনেছে। মৃত্যু কি রহস্যময়। শিশু থেকে তরুন - বৃদ্ধ সকলেই যেকোনো অবস্থায় দেহ বিনষ্ট হতে পারে। আমি সতীশ, আমার বয়স এখন ৩০, এর মানে এই নয় যে আমি ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচবো। প্রত্যেক মানুষ ১০০ বছর বাঁচবে এমন কোন নিশ্চয়তা কোন শাস্ত্রে নেই, জন্মান্তরের সময় স্থূল দেহের পরিবতর্চন ঘটে। কিন্তু লিঙ্গ দেহের পরিবর্তন হয় না। লিঙ্গ দেহ স্থূল শরীর পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত কর্মবাসনা সঙ্গে নিয়ে দেহান্তর লাভ করে। পূর্ব পূর্ব জন্মের বাসনা সংস্কার ক্রমে নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়ে জীবের স্বভাব গঠন ও বর্ণ গঠন করে। বর্ণাশ্রম ক্রমে পুনরায় কর্ম এবং মরণান্তে গতি হয়। এই বিষয়টি বেশিরভাগ মানুষ জানে না, বোঝে না। শরীর চিৎশক্তি ভগবানের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। কিন্তু মায়াবশ বা জড়বশ হয়ে মানুষ অন্ধ। জীবের বাক্য, মন.জড় সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন। তারা অধিক চেষ্টা করেও চিদবস্তু স্পর্শ করতে পারে না।

জীবের দেহটি এইরূপ ঃ

রেখাচিত্র ঃ ১

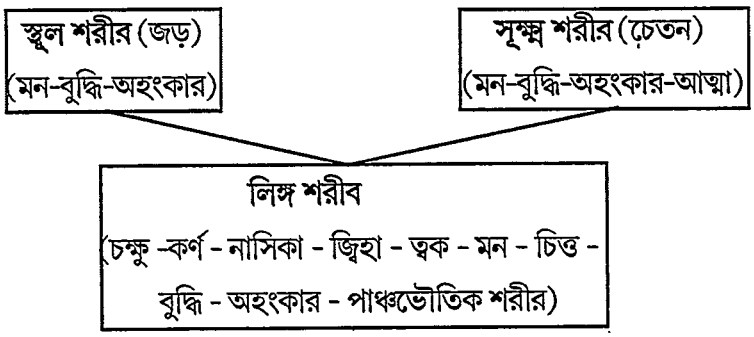

রেখাচিত্র ঃ ২

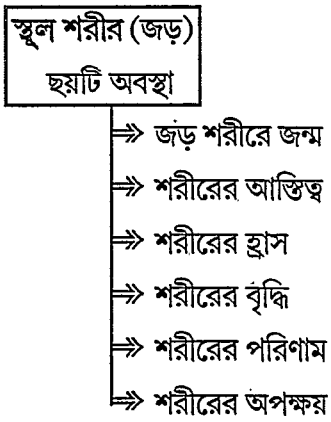

রেখাচিত্র ঃ ৩

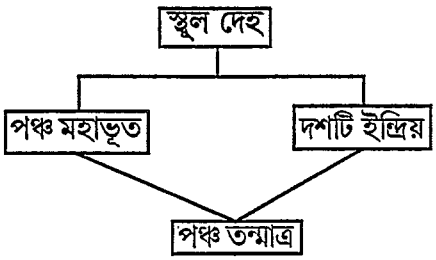

ভগবান কৃষ্ণ, তিনি এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে এক এক স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ণশক্তি থেকে পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি ঘটনান। অপূর্ণ শক্তি থেকে অনুচৈতন্য স্বরূপ সকল জীবের পরিণতি ঘটান। ভগবানের স্বরূপ হল ঃ

১) চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

২) জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রজবিলাস মূর্তিরূপ বলদেব স্বরূপ প্রকাশ করেন।

৩) মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে কারণোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়ীরূপ বিষ্ণুর তিনটি স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর কে? ঈশ্বর হলেন হেতুকর্তা ও প্রযোজক কর্তা। ঈশ্বরই একমাত্র কর্তৃত্ব করেন। তিনি ফলদাতা, ফলভোক্তা। জীবের প্রকৃতি এই রকম।

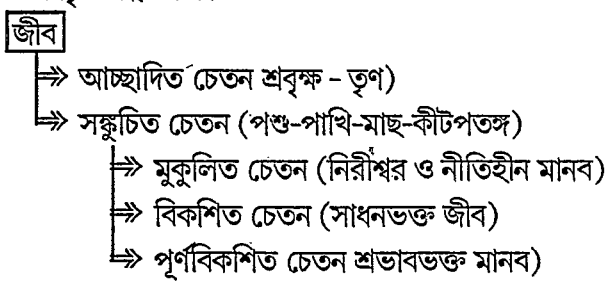

মানবের প্রকৃতি ঃ

- ⇛ নীতিশূন্য মানব
- ⇛ নিরীশ্বর মানব
- ⇛ সেশ্বর / নৈতিক মানব
- ⇛ শাস্ত্রবিধিযুক্ত মানব
- ⇛ ঈশশ্বর সম্বন্ধে রাগপ্রাপ্ত ভাবভক্ত মানব।

মৃত্যু পর্যন্ত সুখ ভোগকরানীতিশূ মানুষের বৈশিষ্ট্য। চার্বাক, সারডেনেপ্লাস ইন্দ্রিয় সুখবাদী এর উদাহরণ। তারা মনে করেন জড় ভোগই সুখ বা প্রেম। অনৈতিক উপায়ে এরা সুখ ভোগ করে চলে। শুভকর্ম ও পবিত্র স্বভাব এদের মধ্যে নেই। সাধুসঙ্গ, সৎস্বভাব এদের উপলব্ধির বাইরে। তাই এরা কোনদিনই হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমসুখ অনুভব করতে পারেনি। ভগবৎ প্রেমে, কৃপা মানব জীবন আলোময় হয়। শুদ্ধ প্রেম অনুভব করতে পারে। তা সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম নয়, জ্যোর্তিময় ভগবৎ প্রেম। এটাই সকলের আকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত ও এটাই প্রত্যেক জীবাত্মার আসল স্বরূপ।

"দাঁত নাকি মানুষের চেয়েও অপরাধপ্রবণ।
সারাজীবনে অনেক পাপকাজ করে। পাঁঠা
চিবোয়, মুরগির ঠ্যাং ভাঙে, মাছের জীবন নাশ
করে। দাঁতের সব কাজই হল নাশকতামূলক।
একটাও গঠনমূলক কাজের দৃষ্টান্ত নেই।
সারাজীবন খিঁচিয়ে গেল, চিবিয়ে গেল, কামড়ে
গেল। পাপের বেতন কী? মৃত্যু। তাই মানুষের আগে
দাঁত যায়।'

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

HALDIA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

(An Institute of ICARE)

Estd.-2003

ICARE Complex Hatiberia, Haldia, PIN-721657

E-mail : principalhiha@gmail.com

Phone : 03220-255968 / 255587 / 267165/Fax : 03224-255968

Recognised by

Directorate of Medical Education, Swasthya Bhawan, Govt. of West Bengal,
Department of Higher Education, Bikash Bhawan, Govt. of West Bengal
UGC Under 2 (f)
MHRD, Govt. of India

Sl. No.	Course	Affiliated by	Duration	Eligibility
1.	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	WBUHS	41/2 years	10+2(P+C+B)
2.	Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)	VU	31/2 years	10+2(P+C+B)
3.	B.Sc. Nutrition (H)	VU	3 years	10+2(C+B) 10+2(B+N)
4.	M.Sc. MLT (Microbiology)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. in Microbiology
5.	M.Sc. MLT (Bio-Chemistry)	WBUHS	2 years	BMLT B.Sc. in Biochemistry
6.	MPT (Orthopedics)	WBUHS	2 years	BPT
7.	MPT (Neurology)	WBUHS	2 years	BPT.
8.	Master in Hospital Administration (MHA)	WBUHS	2 years	Graduate in Any Stream
9.	M.Sc. in Applied Nutrition	WBUHS	2 years	B.Sc. Nutrition
10.	Diploma in Radiography (Diagnosis)	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
11.	Diploma in Operation Theater Technology	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
12.	M.Sc. MLT (Phathology & Blood Transfusion)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. (H) Physiology
13.	B.Sc. Physician Assistant	WBUHS	3 years	10+2 (P+C+B)

VU-Vidyasagar University, **WBUGH**-The West Bengal University Health Sciences,
SMF- State Medical Faculty,
P-Physics, **B**-Biology, **C**-Chemistry, **N**-Nutrition.

For Admission
9733684544 / 9641717084
www.hihshaldia.in

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

Hero

R.M. ENTERPRISE

TETHIBARI :: BAJKUL :: PURBA MEDINIPUR

M-7407347474 / Ph.- (03220) 274 774

গল্প লেখা

স্বস্তি রাণী সাহ
তৃতীয় শ্রেণি, তেঁতিবাড়ী শিশু বিদ্যামন্দির

মা আমাকে একটা গল্প লিখতে বলল। বলতো আমি কি গল্প লিখি? আমি ভালোবাসি আমার গাঁয়ের মন্দিরে থাকা কচিকচি গৌর -গদাধর-রাধা-কৃষ্ণদের। দুপুর হলে আমি তাদের আদর করে শোনাই, 'গায় গোরা মধুর স্বরে / হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ / কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম / রাম রাম হরে হরে।" আমরা বাগান থেকে ঝুড়ি ভরে রাশি রাশি ফুল তুলি, সঙ্গে তুলসীও। আমিও আমরা ভাই দুপুরের খাওয়া সেরে বসে যাই তাদের ধরণ মালা গাঁথি। রাধারাণীর জন্য রাধাপিয়ারী গাঁদাফুল দিয়ে সুন্দর মালা গাঁথি। রজনী, জুঁইফুল, গোলাপ আরও কত কি ফুল মিশিয়ে গৌর-গদাধরকে মালা গেঁতে দিই। প্রভু মালাগুলোতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে পরিয়ে দেয়। আমার কি ভালো লাগে দেখতে। প্রচুর শীত পড়েছে। প্রভু সব ঠাকুর গুলিকে মাথায় লালটুপি পরিয়ে দিয়েছে। আজকে সবাই নীল রঙের শাড়ী ও জামা পরেছে। আমার গদীধর নীলরঙের পাঞ্জাবী পরে সবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসি দিচ্ছে। আমার মনে হয় গদাধর আমাদের সাথে পুতুল খেলতে চাইছে।

এখন নতুন বন্ধু মিঠিকে পেয়েছি। ভালো লাগে আমার বন্ধু মিঠির পুতুল খেলার কথা। এখানের মিলন মেলায় মিঠির ঘরে তার পিসি, মাসি, তাদের ঘরের দুষ্টু ভাই আসবে। সবাই মিলে মেলায় যাবে, ফুকো, জিলিপি খাবে। মেলায় সিনেমা আর্টিস্টের গান শুনবে, অভিনয় দেখবে। মিঠির মনে খুব আনন্দ। আমিও মেলায় গান গাইব কিন্তু আমার মনটা একটু খারাপ। ওই দিন মা থাকবেন মা আরও দুদিন পর শনিবার আসবে। কিন্তু একটা মজার কথা আছে। মামা আার গানকে ভিডিও রেকর্ডিং করে মাকে পাঠিয়ে দেবে বলেছে। মেলায় আমি আমার মেম পুতুলের একটা বর নেই। আমি একটা সাহেব পুতুল বর মেলায় কিনবো ভেবেছ। কত দিন ধরে পয়সা জমিয়ে ১০০ টাকা করেছি। ওটা এখন আমার পয়সা। আমি ওই পয়সা দিয়ে সাহেব কিনবো ভাই কচি ছেলেতো। এইবারও মাত্র ছয় বছরে পড়েছে। ও বোকা। টাকা জমানোর বুদ্ধি ওর একটুও ওযনি। মামাকে বলেছে ও একটা স্পিডি গাড়ি কিনে দেবে। এগুলো তো মেলার কথা বললাম। কিন্তু আমার আরো একটা শখের কথা আছে। মা এবার বাড়ি এলে আমাদের নবদ্বীপ নিয়ে যাবে। ভাই, আমি ট্রেনে যেতে যেতে মশলা চিড়ে ভাজা প্যাকেট, বাদাম পাটালি, দিলখুস কিনে খাব। এখটা হাসির কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এর আচগরবার, এখন আমরা গৌর জয়ন্তীতে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম তখন দিলখুস খেতে গিয়ে আমার নড়া দণাত কুটুস করে ভেঙে গেল। আমি ভয়ে ট্রেনে বসে বসে কাঁদছি। আর ট্রেনের লোকেরা হাসছিল আমার কান্না দেখে। বলেছিল কি বোকারে তুই? আমার নতুন সাদা ওর থেকেও বড় একটা দাঁত হবে। আমি চুপ করে গিয়েছিলাম এর থেকে বড় দাঁত পাব বলে। এখন সেই দাঁত আমার হয়ে গেছে, তার থেকে হয়তো একটু খানি বড়। আমার আর এখটা দাঁত নিয়ে হাসির কথা আছে। আমবার কতরোনা কালের ঠিক আগে অক্টোবর মাসে বৃন্দাবন, রাজস্থান, করৌলী, জয়পুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। জয়পুরে গোবিন্দদেবের মন্দির দর্শন করে বেরানোর পর আমার প্রথম দাঁত

ভেঙেছিল। আমি নিজেই হাত দিয়ে দাঁত নড়াতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিলাম। মা বললো ওখানকার বকুল গাছটার তলায় মাটিতে পুঁতে দিতে। আমি পুঁতে দিলাম। মা বলেছিল ওই পোঁতা দাঁত থেকে দাঁত গাছ হবে। তাতে অনেক দাঁত কল হবে। কে জীনে তিন বছর হয়ে গেল। দাঁত গাছে হয়তো কত দাঁত ফুল হয়েছে। বুড়ো-বুড়িদের দাঁত ভেঙে গেলে তো আর নতুন দাঁত হয় না। ওরা দাঁত গাছ থেকে দাঁত তুলে পরে নিতে পারবে। আমার দাঁত গাছের ফল অনেকের উপকারে লাগবে।

দূর আমি কি পাগল? নবদ্বীপ যাওয়ার কথা আর বলা হল না। নবদ্বীপের গঙ্গা পার হতে গেলে টিক্ টিক্ মেশিন চলা নৌকায় চড়তে হয়। এপার থেকে ওপারের যুব বড়ো রাধাকৃষ্ণ মন্দির দেকা যায়। তারপর পরিক্রমাতে কতলোক, কত হইচই। শান্তনু, শ্রাবণী, রাইদিদি, কানু, বলাই, বাবুসোনা, নন্দিনী সবাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। কি আনন্দ! কি আনন্দ!

—o—

'সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে
জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা।'

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
দূরাভাষ ঃ (03220) 255023, 255180, 255536
ই-মেল ঃ ho@ccbl.in website : http://www.ccbl.in

পূর্ব ও উঃ-পূঃ ভারতের বৃহত্তম শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

শাখা সমূহ–

- কাঁথি প্রধান ঃ (০৩২২০) ২৫৫০২৩ / ২৫৫১৮০ / ২৫৫৫৩৬
- রামনগর ঃ ০৩২২০–২৬৪২৫১
- এগরা ঃ ০৩২২০–২৪৪২৩৪/২৪৫৮৯২
- হেঁড়িয়া ঃ ০৩২২০–২৭৬২১০
- মঙ্গলামাড়ো ঃ ০৩২২০–২৪৯২২২
- বেলদা ঃ ০৩২২৯–২৫৫২৩৯
- দূর্গাচক ঃ ০৩২২৪–২৭৪১৯৬
- পাঁশকুড়া ঃ ০৩২২৮–২৫২৩২৩
- মহিষাদল ঃ ০৩২২৪–২৪০২৪৯
- নন্দকুমার ঃ ০৩২২৮–২৭৫৩৩৪
- বাড়বড়িয়া (কোলাঘাট) ঃ ০৩২২৮–২৫৬৩৭১
- নন্দীগ্রাম ঃ ০৩২২৪–২৩২৩১৮
- বড় বাজার (কলেজস্ট্রিট জং) ঃ ০৩৩–২২৫৭০০০৮
- চন্দ্রকোনা রোড ঃ ০৩২২৭–২৮২৩৩৩
- ডানকুনি ঃ ০৩৩–২৬৫৯৪০১৫
- মেদিনীপুর ঃ ০৩২২২–২৬৮০২৯

পরিষেবায় ঃ–

- সি. বি. এস. ও এ. টি. এম. পরিষেবা।
- আমানত ও সকল কর্জের ওপর আকর্ষণীয় সুদের হার।
- সমস্ত শাখায় নূন্যতম ভাড়ায় সেফ ডিপোজিট্ লকারের সুবিধা।
- ক্যাশ রিসাইক্লার মেসিন–কাঁথি, এগরা, রামনগর, দূর্গাচক, বাড়বড়িষা (কোলাঘাট), বড়বাজার (কলেজস্ট্রিট জং) ও চন্দ্রকোনা রোড শাখায়।
- দুঃস্থ রোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য নামমাত্র মূল্যে কলকাতায় নিজস্ব 'ওয়েলফেয়ার হোম"

গহনা লোন
কম সুদে - কম সময়ে

শ্রী পার্থপ্রতিম পতি
সম্পাদক

শ্রী চিন্তামণি মণ্ডল
সভাপতি

ফিরে দেখা-২০১৯

২০২১

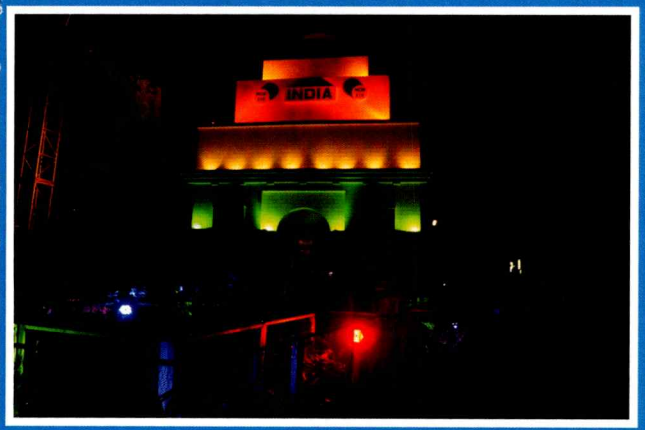

২০২১

OPPO Reno6 5G © SANJAY CREATION
2021/12/15 00:47 Purba Medinipur, West Bengal

OPPO Reno6 5G © SANJAY CREATION
2021/12/17 00:47 Purba Medinipur, West Bengal

OPPO Reno6 5G © SANJAY CR
2021/12/15 23:20 Purba Medinipur, We

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়...

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৭০২২২/২৭০২২৩/২৭০৭১৫/২৭০৬৫৭/২৭০৮৭৫

ফ্যাক্স ঃ (০৩২২০) ২৭০ ৭১৬, ই-মেল ঃ *mugberiaccb@yahoo.com*

ওয়েবসাইট ঃ *www.mugberiaccbank.com*

আমাদের পরিষেবা

- সকল শাখায় **C.B.S.** পরিষেবা।
- **NEFT/RTGS**-এর সুবিধা।
- আমানতের উপর সর্ব্বোচ্চ সুদ প্রদান।
- ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- সহজ শর্তে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- সমস্ত শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।
- **CTS-2010** চেকের সুবিধা।
- কিছুদিনের মধ্যে **ATM** পরিষেবা চালু।

Net Banking-এর সুবিধা

আপনাদের সেবায় আমাদের শাখাসমূহ

প্রধান শাখা, মুগবেড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭০২২৪	জনকা শাখা-	(০৩২২০) ২৮২২৭৫
কাঁথি শাখা-	(০২২০) ২৫৫০৫৩	মাধাখালি (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭০৫৩৫
কলাগেছিয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৮০০৭৭	হেঁড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৬৩৮৮
ভগবানপুর শাখা-	(০৩২২০) ২৭২২২২	কাঁথি (প্রাতঃ / সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৫৯৬০৩
বাজকুল শাখা-	(০৩২২০) ২৭৪২৫৭	ভগবানপুর (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭২০০৪
ইটাবেড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৭০২১	রামনগর শাখা-	(০৩২২০) ২৬৫২২২

সমবায়ী অভিনন্দনসহ-

শ্রী বাসুদেব কর	শ্রী নিতাই ভূঞ্যা	শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, বিধায়ক
মহাপ্রবন্ধক	ভাই-চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান

GLORIOUS 54 YEARS OF FISHERIES
1966-2020

THE STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of West Bengal Undertaking)
An ISO 9001:2015 Certified
fssai
License No.: 12815013001570

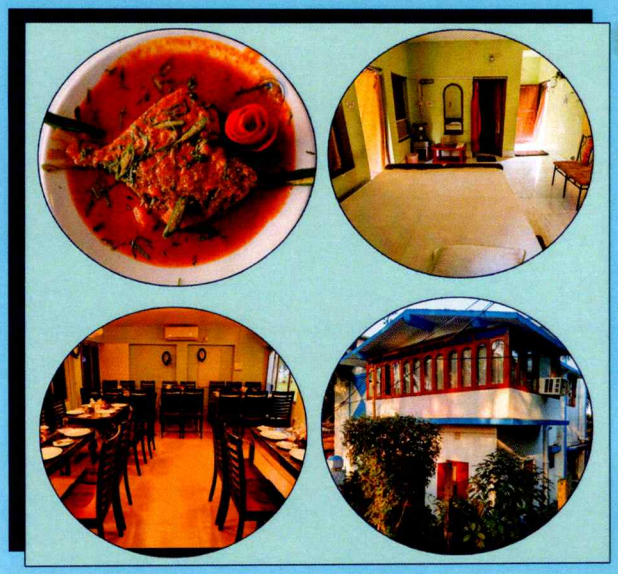

COME WITH FRIENDS AND FAMILY TO EXPERIENCE THE NATURAL BEAUTY AND JOY OF ECO AND AQUATIC TOURISM OF THE STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED.

1. Digha Complex, Old Digha
2. Oceana Complex, New Digha
3. Amrapali Complex, Jamunadighi, Burdwan
4. Giriraj Complex, Siliguri
5. Mangrove Complex, Henry's Island
6. Sundari Complex, Henry's Island
7. Krishnabundh Complex, Bishnupur
8. Matshyagandha Complex, Sankarpur, East Midnapore
9. Petuaghat Complex, East Midnapore
10. Fresergunge Complex, Near Bakkhali, South 24 Parganas

Head Office

Bikash Bhawan, North Block, 1st Floor, Salt Lake
Kolkata-700091 **Phone**: (033)-23583123

Email: tourism@wbsfdcltd.com
Website: www.wbsfdcltd.com

For Guest House booking visit www.wbsfdcltd.com
For Guest House related enquiries please call- (033) 23376469